POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ
الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ
الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۪
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ

এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি (আগমণ) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর।

(আল বাকারা: ১৮৮)

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 7 | সংখ্যা 19

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 12 মে, 2022 10 শওয়াল 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

রমযানে পরিত্যক্ত রোযা

১৯৫০) হযরত আবু সালমা-র পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন-আমি হযরত আয়েশা (রা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলতেন-আমার জন্য রমযানের রোযা অবশ্যিক হলে আমি তা শাবান মাস ছাড়া পুরো করতে পারতাম না। এহিয়া বলেন-নবী (সা.)-এর ব্যস্ততার কারণে কিম্বা হয়তো তিনি নবী (সা.)-এর সেবায় ব্যস্ত থাকতেন।

ইফতারের সময়

১৯৩৩) হযরত উমর (রা.) এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন- যখন এদিক থেকে রাত চলে আসে আর দিন ওদিক থেকে পিছু ঘুরে চলে যায় আর সূর্য অস্তে যায় তখন রোযাদার ইফতার করে ফেলেছে।

ইফতারি করার ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করা।

হযরত সাহাল বিন সাআদ (রা.)এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন-মানুষের মঙ্গল হবে, যতদিন তারা ইফতারি করতে তাড়াহুড়ো করবে।

(সহী বুখারী, কিতাবুস সওউম)

জুমআর খুতবা, ৮ এপ্রিল, ২০২২
ভার্চুয়াল সাক্ষাতানুষ্ঠান।
প্রশ্নোত্তর পর্ব
হুযুরের সফর বৃত্তান্ত

খোদার সমীপে তাঁর ভীতিতে প্রভাবিত হয়ে কাঁদা দোযখকে তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়। সততা এবং বিশ্বস্ততাকে খোদা তা'লা মূল্য দেন=এই কথাটি কখনও মন থেকে মুছে যেতে দিও না।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

যদি আল্লাহ্ তা'লার মহত্ব, তাঁর প্রতাপ ও ভীতি হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে আর হৃদয় বিগলিত হয়ে খোদার জন্য চোখ থেকে এক ফোঁটা অশ্রুও ঝরে, তবে তা তার জন্য দোযখকে নিষিদ্ধ করে দেয়। অতএব কেউ যেন এ বিষয়ে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার না হয় যে সে অনেক কাঁদে। অসার ক্রন্দনে চক্ষুপীড়া হবে আর এভাবে চোখের একাধিক ব্যধিতে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া কোনও লাভ হবে না।

আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। খোদার সমীপে তাঁর ভীতিতে প্রভাবিত হয়ে কাঁদা দোযখকে তার জন্য নিষিদ্ধ করে দেয়। কিন্তু এমন ভাবাবেগ এবং ক্রন্দনোচ্ছ্বাস ততক্ষণ সম্ভব নয়,যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের উপর সত্যিকার অর্থে ঈমান আনে আর তাঁর সত্য কিতাব সম্পর্কে অবগত হয়, আর শুধু অবগত হওয়াই নয়, বরং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করে। যেমন একজন বৈদ্য কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগিকে জোলাপ দেয় যা অল্প বিস্তর পাতলা পায়খানার মধ্য দিয়ে তার পেটকে পরিস্কার করে দেয় ঠিকই কিন্তু তা রোগকে নির্মূল করে না। এটা তখনই হয় যখন যকৃত থেকে দ্রুত গতিতে ডায়রিয়া রূপে মল নেমে সঙ্গে করে বিষাক্ত, দূষিত ও ক্ষতিকর উপাদানগুলিকে নিয়ে যায় যা রুগিকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল ও অস্থির করে রেখেছিল। এরপরেই সে সুস্থ্য হয়। অনুরূপভাবে খোদার দরবারে আন্তরিক ভাবাবেগ এবং অশ্রুজল মানুষের অভ্যন্তরীণ মলিনতা ও অপবিত্র উপাদানগুলিকে অপসারিত করে তাকে পবিত্র ও নির্মল করে তোলে। কিন্তু এটি তখনই সম্ভব যখন তা হয় হৃদয়ের অন্তস্থ থেকে। প্রকৃত তওবার সময় খোদার বান্দার ঝরে পড়া এক বিন্দু অশ্রু সেই ব্যক্তির অথৈ সমুদ্র অশ্রুর চেয়ে শ্রেয় যে কি না প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার দাস, এবং প্রদর্শনকামিতা এবং অন্ধকারে আবদ্ধ রয়েছে। কেননা প্রথমোক্ত ব্যক্তি খোদার জন্য কাঁদে আর অপর জন কাঁদে মানুষের জন্য কিম্বা তার নিজের জন্যই।

সততা এবং বিশ্বস্ততাকে খোদা তা'লা মূল্য দেন=এই কথাটি কখনও মন থেকে মুছে যেতে দিও না। তাঁর সমীপে ছলনা ও কৃত্রিমতা কোনও কাজে আসে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৭১)

যারা কন্যা সন্তানদের খারাপ মনে করে তাদের এই কাজ অত্যন্ত জঘন্য। মেয়েরাই যদি না থাকত তবে তারা কিভাবে জন্ম নিত। আর ভবিষ্যতে যদি মেয়েরা না থাকে তবে তাদের ছেলেদের বংশধারা কিভাবে বজায় থাকবে? এমন কোন গ্রন্থ আছে যা শুরুতেই নারীর অধিকার সমূহ রক্ষা করা হয়েছে? একমাত্র কুরআন করীমই হল সেই গ্রন্থ।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)

يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوْٓءِ مَا
بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمْسِكُهٗ عَلٰى هُوْنٍ اَمْ يَدُسُّهٗ فِى
التُّرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحْكُمُوْنَ

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন: অর্থাৎ পিতৃপ্রেম সত্ত্বেও এই দোটানায় পড়ে যায় যে অপমান সহ্য করে মেয়েকে জীবিত রাখবে না কি হতভাগীকে জ্যন্ত কবর দিবে।

এ সম্পর্কে এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত যে, সাধারণভাবে মানুষ এই ভ্রান্তিতে রয়েছে যে, মেয়েদেরকে জীবিত কবর দেওয়ার প্রথা আরবদের মধ্যে সাধারণ বিষয় ছিল। কিন্তু এমনটি নয়। এমনটি হলে সেদেশে মেয়েদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য হওয়া উচিত ছিল। আসল কথা হল, নিঃসন্দেহে কন্যা সন্তানের জন্মকে সমগ্র আরবেই অশুভ মনে করা হত, কিন্তু তাদেরকে জীবিত সমাহিত করার প্রথা কার্যত মুষ্টিমেয় প্রভাবশালী এবং দাম্ভিকদের মধ্যেই ছিল। মেয়ে জন্ম হওয়াকে অশুভ মনে করা এক কথা আর তাকে জীবিত পুঁতে দেওয়া অন্য কথা। কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আজও মানুষ মেয়েদের জন্মকে সাধারণত খারাপ চোখে দেখে। কিন্তু তাদেরকে হত্যা করে এমন মানুষ খুব কমই আছে। আরব তথা মক্কায় এই অপরাধ খুব কমই সংঘটিত হত। সাধারণত সেই সব গোত্রতে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করত। আর তারাও ছিল অনেক প্রভাবশালীদের মধ্য থেকে। অতএব, এখানে সাধারণ প্রথার কথা উল্লেখ করা হয় নি। বরং জাতির নেতাদের এমন কীর্তির কথা বর্ণনা করা হয়েছে যা সমগ্র জাতি অবশ্য অনুসরণ করত না। কিন্তু সকলেই সেটিকে অত্যন্ত সম্মানের কাজ বলে মনে করত।

এতে বলা হয়েছে যে যারা কন্যা সন্তানদের খারাপ মনে করে তাদের এই কাজ অত্যন্ত জঘন্য। মেয়েরাই যদি না থাকত তবে তারা কিভাবে জন্ম নিত। আর ভবিষ্যতে যদি মেয়েরা না থাকে তবে তাদের ছেলেদের বংশধারা কিভাবে বজায় থাকবে?

কুরআন করীম প্রথম থেকেই নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠিত করেছে আর তাদের অধিকার স্বীকার করেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখন একথা বলা হয় যে, আঁ হযরত (সা.) নারীদের প্রতি অবিচার করেছেন। এমন কোন গ্রন্থ আছে যা শুরুতেই নারীর অধিকার সমূহ রক্ষা করা হয়েছে? একমাত্র কুরআন করীমই হল সেই গ্রন্থ। (তফসীর কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৮৫)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্র:- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা হুযুর আনোয়ারের সমীপে পত্র লিখে জানান যে জনৈক মুরুব্বী সাহেব চোখের ভ্রু তুলে ফেলাকে অবৈধ এবং ব্যাভিচারের তুল্য বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বডি ওয়াক্স করানোর বিষয়েও দিক-নির্দেশনা প্রদানের আবেদন করেছেন।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ১৬ই জানুয়ারী ২০২১ তারিখের চিঠিতে এর উত্তরে লেখেন-

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, সৌন্দর্য লাভের জন্য যে সমস্ত মহিলারা শরীরে উল্কি আঁকে, মুখমণ্ডলের রোম ছিঁড়ে, সামনের দাঁতে ফাঁক তৈরী করে এবং চুলে তালি লাগায়, আল্লাহ্ তা'লা তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন। কেননা তারা খোদার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সৃষ্টি করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস)

ইসলামের প্রতিটি আদেশে অবশ্যই কোনও প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে কতিপয় ইসলামী আদেশের বিশেষ পটভূমি রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপট থেকে সরে এসে সেই সব আদেশের দিকে দৃষ্টি দিলে সেগুলির রূপই পাল্টে যায়। আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাব কালে পৃথিবীতে, বিশেষ করে আরব উপদ্বীপে বিভিন্ন প্রকারের শিরক সর্বত্র ছড়িয়ে ছিল। তেমনি ছিল বিভিন্ন প্রকারের অনৈতিকতা যা মানবতাকে পদদলিত করছিল। মহিলা এবং পুরুষদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের শিরকপূর্ণ প্রথা এবং সামাজিক কদাচার প্রচালিত ছিল।

উপরোক্ত বিষয়গুলি নিষিদ্ধ হওয়ার সংক্রান্ত হাদীসগুলিতে দুটি বিষয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত, এই কাজগুলির মাধ্যমে খোদা তা'লার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন এবং দ্বিতীয়ত কেবল সৌন্দর্য লাভ করার লক্ষ্য থাকবে।

এই দুটি বিষয়ের উপর আমরা যখন অনুধাবন করি, তখন প্রথম বিষয়টি অর্থাৎ খোদার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন একদিকে যেমন সামাজিক কদাচারের প্রতি ইঙ্গিত করে, তেমনি শিরকপূর্ণ ক্রিয়াকলাপকে প্রতিবিম্বিত করে। চুলে লম্বা পরচুলা লাগিয়ে মাথায় চুলের পাগড়ি তৈরী করে সেটিকে সম্মানের প্রতীক বলে মনে করা, কোনও পীর বা গুরুর মানত হিসেবে চুলের জট পাকানো বা টিকি রাখা, চুলকে চার ভাগে ভাগ করে মাঝ বরাবর খুর দিয়ে কামিয়ে ফেলা এবং সেটিকে শিশুদের জন্য কল্যাণকর বলে মনে করা। অনুরূপভাবে বরকতের জন্য শরীর, মুখমণ্ডল বা বাহুতে উল্কি দিয়ে দেব-দেবী বা জীব-জন্তুর ছবি আঁকা- এগুলি সব শিরকপূর্ণ প্রথা ছিল। এগুলির পিছনে রয়েছে অজ্ঞতার যুগে ধর্মীয় বিভ্রান্তির ভূমিকা।

দ্বিতীয় বিষয়টি অর্থাৎ সৌন্দর্য বৃদ্ধির করার জন্য এমনটি করা। কিছু কিছু দৃষ্টিকোণ থেকে এটি সামাজিক কদাচার এবং অশ্লীলতার বহিঃপ্রকাশ। বৈধ সীমার মধ্যে থেকে মানুষ নিজের সৌন্দর্যের জন্য কোনও বৈধ পন্থা অবলম্বন করলে তা নিষিদ্ধ নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে এক ব্যক্তি নিবেদন করে, আমার বাসনা, আমার পোশাক পরিপাটি এবং জুতো যেন ভাল হয়। এতে কি অহংকার রয়েছে? হুযুর (সা.) বলেন, এতে অহংকার নেই, অহংকার হল সত্যকে অস্বীকার করা এবং অপরকে হেয় জ্ঞান করা। সেই সঙ্গে তিনি বলেন- আল্লাহ্ জামীনুল ইউহেব্বুল জামাল' অর্থাৎ আল্লাহ্ অতীব সুন্দর। আর তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

অনুরূপভাবে এও প্রমাণিত যে, সেই যুগেও মেয়েদের যখন বিয়ে হত, তখন তাদেরকেও প্রচলিত প্রথা অনুসারে সাজানো হত, তাদের সুন্দর করে তোলা হত।।

অতএব, যে সৌন্দর্য অর্জনে হুযুর (সা.) অভিসম্পাতের ভয় দেখিয়েছেন তার অর্থ নিশ্চয় অন্য কিছু। এই প্রসঙ্গে আমরা যখন সেই হাদীসের দিকে দৃষ্টি দিই, তখন দেখতে পাই যে, এই বিষয়গুলি নিষেধ করার পাশাপাশি তিনি এও বলেছেন যে, নবী ইসরাইল জাতি সেই সময় ধ্বংস হয়েছিল যখন তাদের মেয়েরা এই ধরণের কাজ করা আরম্ভ করেছিল। (সহী বুখারী,কিতাবুল লিবাস) । এছাড়াও আমরা এও জানি যে, হুযুর (সা.)-এর আবির্ভাবের সময় ইহুদী জাতির মধ্যে অশ্লীলতা সাধারণ বিষয় ছিল। আর সেই সময় মদীনায়, বিশেষ করে ইহুদী এলাকাগুলিতে এর একাধিক ঘাঁটি ছিল, যেখানকার মহিলারা পুরুষদেরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করতে রূপসজ্জার জন্য এই ধরণের পন্থা অবলম্বন করত। সেই কারণে রসুলুল্লাহ (সা.) এই কাজগুলির মন্দ দিকটি বর্ণনা করে সেই যুগে মোমেন মহিলাদেরকে এর থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

অতএব, এই বিষয়গুলি নিষেধ করার মধ্যে বাহ্যত একটি প্রজ্ঞা চোখে পড়ে। এগুলির পরিণামে যদি মানুষের দৈহিক পরিপাটিতে এমন কৃত্রিম পরিবর্তন আসে যার দরুণ পুরুষ ও মহিলার মধ্যে খোদা সৃষ্ট পার্থক্যটুকু মুছে যায়, কিম্বা এই ধরণের কাজের ফলে শিরকের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যেটি সব থেকে বড় পাপ- কিম্বা এর দ্বারা বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার বাসনা থাকে, তাহলে এই সমস্ত কাজ অবৈধ এবং শাস্তিযোগ্য হিসেবে গণ্য হবে।

হুযুর (সা.) এই সব মন্দকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে যেমন সেই সময়কার মোমেন মহিলাদেরকে এই সব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, অপরদিকে কষ্ট রোগ-ব্যধির ক্ষেত্রে বৈধ সীমা পর্যন্ত এগুলি করার জন্য ব্যতিক্রম হিসেবে ছাড়ও দিয়েছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত আছে-

অর্থাৎ আমি হুযুর (সা.) মেয়েদেরকে সিং দিয়ে চুল ছেঁড়া, শরীরে উল্কি আঁকা, দাঁতের মাঝে ফাঁক রাখা এবং কৃত্রিত চুল লাগাতে নিষেধ করার কথা বলতে শুনেছি। তবে যদি কোনও রোগব্যধি থাকে তবে এর অনুমতি আছে।

ইসলামের মতে কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের উপর। অতএব, এই যুগে পর্দা সংক্রান্ত ইসলামী আদেশ মেনে কোনও মহিলা যদি বৈধ পন্থায় এবং বৈধ উদ্দেশ্য নিয়ে এই জিনিসগুলিকে কাজে লাগায় তবে তাতে কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু এই সব কাজের কারণে যদি কোনও মন্দ কর্মের প্রতি আকর্ষণ তৈরী হয় বা কোনও শিরকপূর্ণ প্রথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে বা ইসলামের কোনও স্পষ্ট নির্দেশের উল্লঙ্ঘন হয়- যেমন এযুগেও মেয়েরা নিজেদের পরিচ্ছন্নতা বা ওয়াক্সিং করানোর সময় যদি পর্দাকে আবশ্যিক না করে এবং অন্যান্য মহিলাদরে সামনে নিজের লজ্জাস্থান প্রকাশ করে, তবে এমন সব কাজগুলি হুযুর (সা.)-এর এই সতর্কবাণীর অধীনের অন্তর্ভুক্ত হবে, এর অনুমতি নেই।

এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আল্লাহ্ তা'লা বিবাদ-বিশৃঙ্খলাকে হত্যার থেকেও বড় অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রতিহত করার নির্দেশ দিয়েছেন। এমন অনেক উদাহরণ পাওয়া যায় যে, সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বা বিয়ের পর তালাক হয়েছে, কারণ পুরুষ পরে জানতে পেরেছে যে মেয়ের মুখে রোম রয়েছে। যদি না কিছু রোম পরিস্কার করে ফেলা হয় বা তুলে ফেলা হয় তবে এর কারণে আরও পরিবার নষ্ট হবে। অপ্রীতিকতর ঘটনাবলীর এক দীর্ঘ ধারা চলতে থাকবে। আর আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশের উদ্দেশ্য মোটেই এমন হতে পারে না যে, সমাজে এমন পরিস্থিতি তৈরী হোক যার পরিণামে পরিবারে বিবাদ ছড়াবে। এমন কঠোর ভাষা ব্যবহারে যে প্রজ্ঞা পরিলক্ষিত হয় তা এটাই যে, শিরক হল সব থেকে বড় পাপ আর এই কাজগুলো যেহেতু দেব-দেবীদের জন্য করা হত বা ব্যাভিচারপূর্ণ কাজের প্রসারের জন্য করা হত, তাই তিনি কঠোর বাক্যে এর থেকে নিষেধ করেছেন। আর এইভাবে শিরকপূর্ণ প্রথা ও অশ্লীলতাকে নির্মূল করেছেন।

প্রশ্ন: এক মহিলা হুযুরকে জানান যে, তার স্বামী জামাত থেকে বের হওয়ার পর তাকে তালাক না দিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেছে। অথচ আইনত দ্বিতীয় বিয়ের অধিকার তার নেই। তাই সে ব্যাভিচার করছে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে এই নিকাহর কোনও গুরুত্ব আমি বুঝে উঠতে পারি নি। তাই এই নিকাহকে বাতিল করা হোক।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: একথা ঠিক যে অধিকাংশ পশ্চিমা দেশগুলিতে আইনত একটি স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় নিষিদ্ধ। কিন্তু ইসলাম পুরুষকে চারটি বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছে। যে সব দেশে দ্বিতীয় বিয়ের নিষিদ্ধ নয়, সেখানে গিয়ে কোনও পুরুষ যদি নিকাহর মাধ্যমে দ্বিতীয় বিয়ে করেও নেয়, তবে এই সব পশ্চিমা দেশগুলিতে তার সেই দ্বিতীয় স্ত্রী কোনও রকম আইনত অধিকার পায় না। কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সে তার দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবেই স্বীকৃতি পাবে। এর পাশাপাশি তার সঙ্গে শারিরিক সম্পর্ক ব্যাভিচার হিসেবে গণ্য হবে না।

আপনার স্বামী যদি সেই মহিলার সঙ্গে নিকাহ না করেই সম্পর্ক রাখে, যা শরিয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ, কিন্তু যদি পশ্চিমা দেশগুলির আইনে এর কোনও সুযোগ থাকে তবে কি তা আপনাকে আনন্দিত করবে?

ইসলাম যেভাবে পুরুষদের জন্য তার প্রয়োজন অনুসারে অধিকারসমূহ বর্ণনা করেছে, অনুরূপভাবে মহিলাদের জন্যও বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ইসলামী শিক্ষার এই দিকটির কথা উল্লেখ করে বলেন- এ বিষয়টি ইসলামে সর্বজনবিদিত যে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ। কিন্তু এটি কারো জন্য জোর করে চাপানো যাবে না। আর প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা এ বিষয়টি সম্পর্কে সম্যকরূপে অবগত আছে। তাই কোনও মহিলা যখন কোনও মুসলমানকে বিয়ে করতে চাই তখন প্রথমত তার স্বামী কোনও অবস্থাতেই দ্বিতীয় বিয়ে করবে না- এই মর্মে মহিলাদের শর্ত করে নেওয়ার

এরপর আটের পাতায়...

জুমআর খুতবা

মহা সম্মানীত খোদা নিজ সৃষ্টির কল্যাণার্থে যে দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তা একটি-ই, অর্থাৎ দোয়া। যখন কোন ব্যক্তি ক্রন্দন এবং কাকুতিমিনতিরসাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে তখন সেই কৃপালু খোদা তাকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছনতার চাদর পরিধান করান। আর নিজ মাহাত্ম্যের প্রভাবতার ওপর এতটা বিস্তৃত করেন যে, বৃথা কাজ এবং বাজে আচরণ থেকে সে বহু দূরে চলে যায়।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

সৌভাগ্যবান তারা যারা রমযানকে নিজেদের দোয়া কবুল হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নেয়, আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত বান্দা হয়ে ওঠে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পালনকারী হয় এবং নিজেদের ঈমান পূর্ণকারী হয়।

কুরআনের আয়াত وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا এর সূক্ষ্ম ব্যাখ্যা।

পৃথিবীর চলমান অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হোক যেন তারা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্কে চিনতে পারে।

মাননী মহম্মদ বশীর শাদ সাহেব (সাবেক মুবাল্লিগ, যুক্তরাষ্ট্র), মহম্মদ সিদ্দীক রানা সাহেব (সিয়ালকোট) এবং মহম্মদ আহমদ খাজা সাহেবের মৃত্যু সংবাদ এবং জানাযা গায়েব।

www.313companions.org ওয়েব সাইটের উদ্বোধন।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ৮ এপ্রিল , ২০২২, **এর জুমুআর খুতবা (৮ শাহাদাত, ১৪০১ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَإِنِّيْ قَرِيْبٌ أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

(সূরা বাকারা: ১৮৭)এই আয়াতটির অনুবাদ হলো, আর যখন আমার বান্দারা তোমার কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে তখন (বলে দাও) নিশ্চয় আমিনিকটে আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দেই, যখন সে আমাকে ডাকে। অতএব তাদেরও আমার ডাকে সাড়া দেয়া উচিত এবংআমার প্রতি ঈমান আনয়ন করা উচিত যেন তারা হেদায়েত লাভ করতে পারে।আল্লাহ্র তা'লার কৃপায় আমরা রমজান মাস অতিক্রম করছি। এই মাস দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। আল্লাহ্ তা'লা এই মাসে স্বীয় বিশেষঅনুগ্রহে দোয়া গ্রহণ করার ঘোষণা দিয়েছেন। স্বীয় বিশেষ কল্যাণের প্রস্রবন প্রবাহিত করেছেন। কেননা এ মাসে মানুষ তার প্রতিটি কাজ খোদাতা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করে থাকে। এমনকি পানাহারও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশানুযায়ী এবং এক নির্দিষ্ট সময়ে করে। তাই মহানবী (সা.)বলেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, জান্নাতের দ্বারসমূহ এই মাসে খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের দ্বারসমূহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই মাসে শয়তানকে আবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

(সহী মুসলিম, কিতাবুস সিয়াম, হাদীস-২৪৯৫)

অতএব এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আল্লাহ্ তা'লা এমন সব উপকরণ আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেনযাতে আমরা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে এরূপ অনুকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও আমরা যদি তা হতে কল্যাণমণ্ডিত না হতে পারি তাহলো এটি আমাদের দুর্ভাগ্য হবে। পৃথিবীতে রমজান মাসে কি ব্যাভিচারী, ডাকাত, চোর, পাপাচারী ও কদাচারীরা নিজেদের কাজ করে না। তারা (তাদের কাজ) করে এবং অবশ্যই করে। যদি সবার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে তারা এসব শয়তানী কাজ কেন করছে! (অতএব) এই নসীহত মু'মিনদের করা হয়েছে, তাদেরকে (করা হয়েছে) যারা আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যলাভ করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, এই রমজান মাসে আমার নির্দেশানুযায়ী তোমরা যেহেতু নিজেদেরকে বৈধ কাজ থেকেওবিরত রাখছ তাই আমি তোমাদের সুসংবাদ দিচ্ছি যে, সাধারণ অবস্থায় শয়তানকে যে পুরোপুরি ছাড় দেওয়া হয়েছে, যেমনটি সে আল্লাহ্ তা'লারকাছে অবকাশ চেয়েছিল যেন ডান, বাম, সম্মুখ ও প্রশ্চাৎ থেকে মানুষের ওপর আক্রমণ করতে পারে এবং তাকে প্ররোচিত করে নিজের অনুসারী বানাতে পারে, তাকে আমি আজ তাদের জন্য শিকলাবদ্ধ করে দিয়েছি অথবা রমজান মাসে তাকে আবদ্ধ করে দিয়েছি আর তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে নিজের সুরক্ষা বেষ্টনিতে স্থান দিয়েছি যারা আমার খাতিরে রোযা রাখছে। নিজেদের পানাহারের মাত্রা কমিয়ে আনছে। আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে উন্নতি করার চেষ্টা করেছে, যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, জাগতিক খাদ্য কমিয়ে দিয়ে আধ্যাত্মিক খাবারকে তারা বৃদ্ধি করছে বা সেই চেষ্টা করছে। এটিই রমজান বা রোযার প্রাণ।

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ১২৩)

আল্লাহ্ তা'লা এমন লোকদের শয়তানকে সম্পূর্ণভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে দেন। এছাড়া আল্লাহ্ তা'লা এটিও বলেন যে, রোযাদারের প্রতিদান আমি স্বয়ং হয়ে থাকি। (সহী বুখারী, কিতাবুত তওহীদ, হাদীস-৭৪৯২)

এটি কত বড় সুসংবাদ! অতএবআমাদের এটি থেকে কল্যাণমণ্ডিত হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। আর যে জান্নাতের দ্বার সমূহ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য খুলে দিয়েছেন তাতেসকল দ্বার দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করা উচিত। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার এই কথার লক্ষ্যে পরিণত না হই যে, তোমাদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা নিয়ে আমার কোন আগ্রহ নেই। যদি তোমরা ভোরে সেহেরী খেয়ে নাও আর সন্ধ্যায় ইফতারী কর আর রাতে ও দিনে তোমাদের কাছে যেসব পুণ্য কর্ম করার আশা করা হয়েছে সে গুলো না কর তাহলে এই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকা, সারাদিন কোন পানাহার না করা তোমাদের কোন কাজে আসবে না আর আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের এই ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকার কোন পরোয়া করেন না। এই বার্তা আমরা মহানবী (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি। (সহী বুখারী, কিতাবুস সউম, হাদীস-১৯০৩)

অতএব আমাদের এই মূল বিষয়টিকে অনুধাবন করা এবং সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন অতিবাহিত করা প্রয়োজন, যা হলো রমজানের উদ্দেশ্য।

উক্ত আয়াত যেটি আমি তিলাওয়াত করেছি তা রমজানের আবশ্যকতা এবং রমজান সংক্রান্ত শিক্ষাআর রোযার গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত আয়াত সমূহের মাঝে রয়েছে। আর এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা দোয়া গৃহীত হওয়ার পদ্ধতি অথবা কাদের দোয়া গৃহীত হয় তাদের কথা বলেছেন। তাদের সম্পর্কে বলেছেন যারা হলো ইবাদুর রহমান, যারা ইবাদুর রহমান হতে চায়, শয়তানের ফাঁদথেকে বের হতে চায়, চায় যে তাদের দোয়া গৃহীত হোক। আল্লাহ্ তা'লা আরম্ভ এভাবে করেছেন যে, হে রসূল! আমার বান্দারা যখন তোমারকাছে প্রশ্ন করে এবং জিজ্ঞেস করে যে, আমাদের খোদা কোথায়? এক প্রেমিকের ন্যায় বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুলতার সাথে সর্বপ্রকার চেষ্টা করে এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, তাদেরকে

বলে দাও, চিন্তা করো না, আমি তোমাদের নিকটেই আছি। অতএব আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য প্রথম কথা বা শর্ত যা আল্লাহ তা'লা নির্ধারণ করেছেন তা হলো আল্লাহ্ তা'লার বান্দাহওয়া ।

মানুষ যদি খোদা তা'লার বান্দা হওয়ার দায়িত্ব পালন করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন যে, আমি তার ডাকে সাড়া দিই, তার শয়তানকে শিকলাবদ্ধ করে দিই। যখনই শয়তান আক্রমণ করতে উদ্যত হয় আমি (বান্দার) সাহায্যার্থে এগিয়ে আসি। শুধু বছরের এক মাস, অর্থাৎ রমযান মাসই নয়, বরং এমন ব্যক্তিকে সর্বদা শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করব। তবে শর্ত হলো, যথাযথভাবে আমার বন্দেগী কর,আমার নির্দেশাবলী স্থায়ীভাবে মান্য কর। শুধু রমজান মাসেই পুণ্য করো না, বরং আল্লাহ্র ও বান্দার অধিকার যথাযথভাবে প্রদান কর।কুরআন শরীফের শিক্ষার ওপর আমল কর। নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় কর। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমার সমস্ত গুণাবলীর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান রাখ। অতঃপর দেখ কীভাবে দোয়া গৃহীত হয়। নিজেদের জীবনকে যারা এভাবে সাজায় তারাই প্রকৃত হেদায়েত লাভকারী হয়ে থাকে। অতএব আমাদের মাঝে তারা সৌভাগ্যবান যারা এই রমজানকে স্থায়ীভাবে নিজেদের দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যম বানিয়ে নেবে।

আল্লাহ্তা'লার প্রকৃত বান্দায় পরিণত হবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর মান্যকারী হবে, নিজেদের ঈমানকে পূর্ণতা দানকারী হবে। আমরাসৌভাগ্যবান যে, আমাদেরকে এই যুগের ইমাম এবং মহানবী (সা.)-এর প্রক...ত প্রেমিক প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও মাহদীকে মানার তৌফিক আল্লাহ্তা'লা দান করেছেন। যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য লাভের পথ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার এবং দোয়া করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক উপলক্ষ্যে বলেন,মহা সম্মানীত খোদা নিজ সৃষ্টির কল্যাণার্থে যে দ্বার উন্মুক্ত করেছেন তা একটি-ই, অর্থাৎ দোয়া। যখন কোন ব্যক্তি ক্রন্দন এবং কাকুতিমিনতিরসাথে এই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে তখন সেই কৃপালু খোদা তাকে পবিত্রতা ও পরিচ্ছনতার চাদর পরিধান করান। আর নিজ মাহাত্ম্যের প্রভাবতার ওপর এতটা বিস্তৃত করেন যে, বৃথা কাজ এবং বাজে আচরণ থেকে সে বহু দূরে চলে যায়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৩৮)

দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য অব স্থা কীরূপ হওয়া প্রয়োজন, কী কী শর্ত রয়েছে যা দোয়া গৃহীত হওয়ার ও আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হওয়ার জন্য জরুরী- তা স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন,এটি সত্য কথা যে, আমলকে যে ব্যক্তি কাজে লাগায় না সে দোয়া করে না, বরং খোদা তা'লাকে পরীক্ষা করে।

তাই দোয়া করার পূর্বে নিজের সকল শক্তি সামর্থ্যকে ব্যয় করা আবশ্যক আর এটিই ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম দোয়ার অর্থ।মানুষের উচিত প্রথমে নিজের বিশ্বাস ও কর্মের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দেওয়া। কেননা খোদাতা'লার রীতি হলো সংশোধন উপায় উপকরণের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তিনি কোন না কোন এমন উপকরণ সৃষ্টি করেন যা সংশোধনের কারণ হয়ে যায়। তাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত যারা বলে যেহেতু দোয়া করেছি তাই এখন বাহ্যিক উপায় উপকরণের কী প্রয়োজন? দোয়া করেছি তাই এখন আমলের কোন প্রয়োজন নেই,উপকরণের কোন প্রয়োজন নেই, চেষ্টা-প্রচেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি (আ.) বলেন, এসব নির্বোধের ভাবা উচিত যে, দোয়া স্বয়ং একটি প্রচ্ছন্ন উপকরণ, যা অন্যান্য উপকরণ সৃষ্টি করে।"

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৪)

দোয়া তো স্বয়ং একটি উপকরণ। এক সুপ্ত উপকরণ, যা অন্য উপকরণ সৃষ্টির কারণ হয়। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য, আল্লাহ্র বান্দা হওয়ার জন্য আবশ্যক হলো মানুষ যেন চেষ্টার মাধ্যমে প্রথমত আল্লাহ্ তা'লার কাছেতাঁর অনুগ্রহ যাচনা করে। অনুগ্রহ (যাচনা করা হলো) ক্রন্দন ও আহাজারি করে তাঁর বান্দদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং এর জন্য চেষ্টা করা। এইদোয়া করা যে, (হে খোদা!) আমাকে তোমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও। সেসব বান্দার (অন্তর্ভুক্ত কর) যারা বিশ্বাস ও কর্মে তোমারনিষ্ঠাবান বান্দা। তারা দোয়া করার পূর্বে নিজেদের কর্মকেও যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিবর্তনের চেষ্টা করে। আর সেসব বান্দারঅন্তর্ভুক্ত হয় যাদের ইমান দোদুল্যমান হবার নয়। যারা এ ক্ষেত্রে পাকা ও দৃঢ়। তারা এই কথায় বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ্র এই ক্ষমতা রয়েছে যে, তিনি মাটির কণাকেও স্বর্ণে পরিণত করতে সক্ষম। তাঁর এই ক্ষমতা রয়েছে যে, চরম অধঃপতিত ব্যক্তিদেরও তিনি নিজ বান্দাদের অন্তর্ভুক্তকরতে পারেন। তাদেরকে নিজের পানে পথ দেখাতে পারেন। এরপর তারা খোদা তা'লার পথের পথিক হয়ে যায়। এই বিষয়টিও আল্লাহ্তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন যে, যারা আমার পথে চলার জন্য জিহাদ করে আমি তাদেরকে নিজের পথ বাতলে দেই। যেমনটিআল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, ' اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (*ওয়াল্লাযিনা জাহাদু ফীনা লানাহদিয়ান্নাহুম সুবুলানা'*) অর্থাৎ, যারা আমাদের সাথে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পানে পথ দেখাই। সুতরাং এই রমজান মাস বিশেষভাবে উক্ত জিহাদ করার মাস। এতে আমাদের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। এক জিহাদ করা উচিত, যেন আমরা আল্লাহ্ তা'লার সেসব বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা আল্লাহ্র বান্দা। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই আল্লাহ্ যাদের নিকটে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা আল্লাহ্র আদেশ নির্দেশ অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের আল্লাহ্ তা'লার সকল গুণাবলীর ওপর পূর্ণ ঈমান রয়েছে। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা প্রকৃত অর্থে হেদায়েতপ্রাপ্ত। তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যাদের শয়তান স্থায়ীভাবে শিকলাবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ্র আদেশ থেকে যেমনটি স্পষ্ট, এর জন্য প্রথমে আমাদের জিহাদ করা প্রয়োজন। নিজেদের অব স্থাকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির অধীনস্থ করা প্রয়োজন। এই বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বিভিন্ন স্থানে আমাদের পথপ্রদর্শন করেছেন। বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। যেমন এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন,এটা কীভাবে সম্ভব হতে পারে যে, যেই ব্যক্তি চরম ভ্রুক্ষেপহীনতার সাথে আলস্য প্রদর্শন করে, সে সেভাবেই খোদা তা'লার কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হবে যেভাবে সেই ব্যক্তি হয় যে পূর্ণ মেধা, সকল চেষ্টাসাধনা ও নিষ্ঠার সাথে তাঁর সন্ধান করে। এরই দিকে আল্লাহ্ তা'লা অনত্র ইঙ্গিত করেছেন; তা হলো, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমাদের পথে চেষ্টা সাধনা করে আমরা অবশ্যই তাদেরকে আমাদের পানে পথ প্রদর্শন করি।

(বারাহীনে আহমদীয়া, চতুর্থ ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৬-৫৬৭)

অতএব স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, ভ্রুক্ষেপহীন ও আলস্য প্রদর্শনকারীর জন্য সম্ভব নয় যে,খোদা তা'লা তাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত করে নিবেন যারা নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ব্যায় করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করে,একপ্রকার জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) করে।

লোকেরা আমাকে প্রশ্ন করে, চিঠিপত্রে লেখে যে, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু নিজ উদ্দেশ্য সাধনে সফল হতে পারি নি। অতএব যারা এমন কথা বলে তারা ভুল বলে। আল্লাহ্ তা'লা ভুল নন। মানুষ যাকে নিজ ধারণা অনুসারে দোয়ার উন্নতমান মনে করে, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে তার মাঝেও এখনো ঘাটতি আছে এবং তার আরো জেহাদের প্রয়োজন রয়েছে।এরপর নিজের দোয়া করার পদ্ধতির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যে ব্যক্তি নিজের সকল বিবেকবুদ্ধি এবংসর্বশক্তি আর পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে তাঁকে অন্বেষণ করে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা তাকে অবশ্যই পথ দেখিয়ে থাকি। অতএব আমাদের ভাবা উচিত, আমরা কি আমাদের বোধবুদ্ধি অনুযায়ী নিজেদের সকল যোগ্যতা অনুযায়ী আল্লাহ্ তা'লার আদেশ 'ফাল ইয়াসতাজিবুলি' (অর্থাৎ তারা যেন আমার আহ্বানে সাড়া দেয়)-এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছি কিনা? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর পরিপূর্ণ আমল করার চেষ্টা করছি? আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যেক আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য পূর্ণ শক্তি ব্যয় করেছি কি? আমরা কি পূর্ণ নিষ্ঠা ও বিশ্ব স্ততারসাথে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুযায়ী কাজ করছি? যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের এ অভিযোগ করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্তা'লা আমাদের দোয়া কবুল করেন নি। অতএব দোয়া গৃহীত হওয়ার জন্য প্রথমে নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে খোদা তা'লার দিকে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) করা আবশ্যক।

বান্দা চূড়ান্ত পর্যায়ের জেহাদ (তথা চেষ্টা-সাধনা) কী করবে, আল্লাহ্ তা'লা তো নিজ বান্দার প্রতি এতটাই দয়ালু যে, বান্দার সামান্য চেষ্টাকেই তিনি জেহাদ হিসেবে গ্রহণ করে তাকে পুরস্কৃত করেন। তাঁর রহমানিয়্যত যখন সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে তখন বান্দার জেহাদও সহজ হয়ে যায়। এটিকেও তা সহজ করে দেয়। যেমন মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, বান্দা যখন এক পা আমার দিকে অগ্র সর হয় আমি তখন (তার দিকে) দুপা অগ্রসর হই, যখন সে আমার দিকে দ্রুত হাঁটে তখন আমি তার দিকে ছুটে যাই।

(সহী মুসলি, কিতাবুয যিকরুদ দোয়া, হাদীস-৬৮৩৩)

অতএব আমাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা এতটাই কৃপাশীল। কিন্তু কথা তাই, অর্থাৎ নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আবশ্যক। এমনটি যেন না হয় যে, আমরা রমযানে এই অঙ্গীকার করলাম যে, নামায পড়ব, আল্লাহ্ তা'লার আদেশনিষেধ মেনে চলব, আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্যও প্রদান করব আর বান্দার অধিকারও প্রদান করব আর রমযানে তা করেছিও কিন্তু রমযান অতিক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লাকে এবং তাঁর আদেশনিষেধ ভুলে গিয়েছি।

জাগতিকতা আমাদের ওপর প্রাধান্য লাভ করেছে। এমনটি হলে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে অভিযোগ করা উচিত নয়। (অনেকের অভিযোগ) আল্লাহ্ তা'লা তো বলেন, আমি দোয়াকারীর দোয়া শুনে থাকি আমি রমযানে আল্লাহ্কে অনেক ডেকেছি কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হয় নি।

সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক, আল্লাহ্র কাছে কোন কিছুই গোপন নয়। তিনি এ-ও জানেন, মানুষ তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে পূর্বেও অঙ্গীকার করেছে আর অঙ্গীকার ভঙ্গও করেছে। আর এখন কেবল রমযানে পুণ্য কর্ম করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করছে, এমন মানুষের সাথে আল্লাহ্ তা'লা যেমন খুশি তেমন আচরণ করে থাকেন। কিন্তু অনেক সময় এমন লোকদের কতিপয় দোয়াও আল্লাহ্ তা'লা কবুল করে থাকেন যেন তারা উপলব্ধি করতে পারে যে, আল্লাহ্ তা'লা দোয়া শুনেন আর তাদের সদা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি বিনত থাকা উচিত। মোটকথা আল্লাহ্ তা'লা বান্দার প্রতি অবিচার করেন না। তিনি তো তাকে সর্বদা স্নেহক্রোড়ে আবদ্ধ করে রাখতে চান। তিনি তো নিজ বান্দার তাঁর দিকে আসার ও একনিষ্ঠচিত্তে তাঁর আদেশ মান্য করায় এক মায়ের হারানো শিশু ফিরে পাওয়ার আনন্দের চেয়ে অধিক অনন্দিত হন। অথবা এক মুসাফির যেভাবে মরুভুমিতে পাথেয়সহ হারানো উট ফিরে পেলে আনন্দিত হয় (আল্লাহ্ এর চেয়ে অধিক আনন্দিত হন)। মোটকথা এই সকল উপমা মহানবী (সা.) উপস্থাপন করে বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে আনন্দিত হন।

(সহী বুখারী, কিতাবু আদাব, হাদীস-৫৯৯৯)

সত্যিকার অর্থে আমরাই আল্লাহ্ তা'লার প্রাপ্য প্রদা নে ঘাটতি করি। আবার আমরাই অভিযোগ করি যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শুনেন নি। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদেরকে আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। এই অঙ্গীকার করা উচিত, আমরা এই রমযানকে খোদা লাভের মাধ্যম বানাব। তাঁর আদেশমত চলার পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা করব।

যে পরিস্থিতিরই আমরা সম্মুখীন হই না কেন আর আমাদেরকে যত দীর্ঘস্থায়ী জিহাদই করতে হোক না কেন আল্লাহ্র প্রেম ও তাঁর নৈকট্য লাভের লক্ষ্যে আমরা এই জিহাদ অব্যাহত রাখব এবং আমাদের ঈমানকে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট থাকব। আমরা যদি এমন অবস্থা নিজেদের মাঝে সৃষ্টি করতে পারি তাহলে আমরা দোয়া কবুলিয়্যতের নিদর্শনও প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হব। এগুলো কেবল কথার কথা নয় বরং মানুষ এই মর্যাদা লাভ করছে এবং বর্তমানেও লাভ করে যেমন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, এই আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর তেরশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে আর উল্লিখিত আয়াত অনুযায়ী যারা এই সময়ে সংগ্রাম ও সাধনা করেছে সন্দেহাতীতভাবে তারা প্রতিশ্রুতি ***'লানাহদিইয়ান্নাহুম'*** থেকে নির্ধারিত অংশ লাভ করেছেন আর বর্তমানেও লাভ করছেন এবং ভবিষ্যতেও লাভ করবেন। "

(আল হক মুবাহিসা দেহলি, রূহানী খাযায়েন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ১৯২)

তাই আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার এই কল্যাণ থেকে অংশ পাই। আর কখনো যেন আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জিহাদ, আল্লাহ্র আদেশ মোতাবেক জীবনাচারের জিহাদ, কুরআন করীমের সাত শতাধিক আদেশ মোতাবেক চলার জিহাদ, ঈমান পরিপূর্ণ করার জিহাদ এবং আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণ করার সংগ্রামকে দুর্বল হতে না দিই। আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপই যেন উন্নতির পানে ধাবমান হয় এবং এই রমযান যেনআমাদের এই জিহাদের একটি মাইল ফলক হয়।

এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরো কিছু উদ্ধৃতি উপস্থাপন করছি। এটি এমন একটি বিষয় যা বারবার শুনে উপলব্ধি করা আবশ্যক আর তা যদি আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় তবে আমাদের পক্ষে পৃথিবীতে এক বিপ্লব সাধন করা সম্ভব।

তিনি বলেন, " যেভাবে আমাদের পার্থিব জীবনে স্পষ্টভাবেঃ পরিলক্ষিত হয় যে, প্রতিটি কাজের একটি আবশ্যক কর্মফল রয়েছে আর সেই কর্মফল হলো খোদা তা'লার কাজ। অনুরূপভাবে ধর্মজগতেও একই রীতি প্রযোজ্য; যেমনটি খোদা তা'লা এই দু'টি উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবুত: ৭০) (সূরা সাফ: ০৬) فَلَمَّا زَاغُوْا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ অর্থাৎ যারা খোদার অন্বেষণে পরিপূর্ণ চেষ্টা-সাধনা করেছে তাদের এই সাধনার বিনিময়ে অত্যাবশ্যকীয়ভাবে আমাদের কর্তব্য হলো- আমরা তাদেরকে আমাদের পথে পরিচালিত করব। অপরদিকে যারা বক্রতা অবলম্বন করেছে এবং সরল পথে চলা পছন্দ করে নি তাদের ক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য হলো- আমরা তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিব।"

(ইসলামী ওসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৯)

অতঃপর বিষয়টিকে তিনি ভিন্ন একটি দৃষ্টিকোণ থেকেও উপস্থাপন করেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, যদি আমাদের পথ লাভ করার জন্য তোমরা জিহাদ করে আমাদের পথ পাও তবে মনে রাখবে! এর একটি ঋনাত্মক দিকও রয়েছে; আর তা হলো- আমার পথে না চললে তোমাদের হৃদয় বক্র হয়ে যাবে। দোয়া গৃহীত হওয়া দূরের কথা; আল্লাহ্র পথে না চলার কারণে তোমাদের শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে পড়তে হবে আর শয়তানের ক্রোড়ে ঠাই নেওয়া মানুষ তার ইহকাল ও পরকাল দু'কূলই হারায়। অতএব এই বাণীতে যেমন শুভ-সংবাদ রয়েছে পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লা অন্য স্থানে সাবধানও করেছেন।

অতঃপর অন্য একটি স্থানে তিনি (আ.) এ বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে বলেন, "মানুষের হৃদয়ে কয়েক ধরনের অবস্থা বিরাজ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে খোদা তা'লা পুণ্যাত্মা লোকদের দুর্বলতা দূরীভূত করেন আর পবিত্রতা ও সৎকর্মের শক্তি ঐশীদান হিসেবে প্রদান করে থাকেন।এরপর তাঁর দৃষ্টিতে ঐসব বিষয় অপছন্দনীয় হয়ে যায় যা খোদার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় এবং ঐসব পথ প্রিয় হয়ে যায়, যা খোদা তা'লার কাছে প্রিয়। তখন সে এরূপ এক শক্তি লাভ করে যার পর দুর্বলতা থাকে না। এরপর এরূপ উদ্দীপনা প্রদত্ত হয় যার পর অলসতা থাকে না। আর এরূপ তাকওয়া প্রদান করা হয় যার পর কোন পাপ থাকে না এবং খোদা তা'লার এরূপ সন্তুষ্ট হয়ে জান যার পর ভুলভ্রান্তি অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু এ পুরস্কার অনেক দেরীতে লাভ হয়। মানুষ তার দুর্বলতার জন্য প্রথম দিকে অনেক হোঁচট খায় এবং চরম অধঃপতনের দিকে ধাবিত হয়। কিন্তু অবশেষে তাকে সত্যবাদী পেয়ে সর্বোচ্চ শক্তি তাকে টেনে নেয়। (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার শক্তি তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে।) ঐদিকেই ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু বলেছেন اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ আরবী ভাষায়ই তিনি বলেছেন,

نُثَبِّتُهُمْ عَلَى التَّقْوٰى وَالْاِيْمَانِ وَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَ الْمَحَبَّةِ وَالْعِرْفَانِ. وَسَنُيَسِّرُهُمْ لِفِعْلِ الْخَيْرَاتِ وَ تَرْكِ الْعِصْيَانِ

[নুসাব্বিতুহুম আলাত্তাক্ওয়া ওয়াল ঈমান ওয়া নাহদিয়ান্নাহুম সুবুলাল মুহাব্বাতি ওয়াল ইরফানি। ওয়া সানুয়্যাস্সিরুহুম লিফে'লিল খাইরাতি ওয়া তারাকাল ইসইয়ান] অর্থ াৎ আমরা তাদের তাকওয়া ও ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দিব এবং অবশ্যই তাদেরকে ভালবাসা ও তত্বজ্ঞানের পথের সন্ধান দিব এবং তাদেরকে ক্রমাগতভাবে পুণ্যকাজ করার এবং পাপ ত্যাগ করার সামর্থ দান করব।

আমি পূর্বেও বলেছিলাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا এর বরাতে আমাদেরকে বিভিন্ন আঙ্গিকে নসীহত করেছেন এবং প্রজ্ঞা ও তত্বজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। এ উদ্ধৃ তিতে মানব প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন যে, মানুষ সর্বদা এক অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে না। মানুষের স্বভাবে চড়াই উতরাই আসতেই থাকে। কিন্তু যে পুণ্যপ্রকৃতির মানুষ সে তার দুর্বল অবস্থা থেকেও শিক্ষা গ্র হণ করে। তওবা ইস্তেগফার করে, আল্লাহ্ তা'লার সম্মুখে বিনত হয় এবং স্বীয় দুর্বলতায় লজ্জিত হয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্ধানে জিহাদের জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তখন আল্লাহ্ তা'লার দানের গুণ উদ্বেলিত হয়, তার ক্ষমা প্রবল হয় এবং তিনি তাঁর বান্দার দিকে দৌড়ে আসেন এবং তাকে পবিত্রতা ও পুণ্যের শক্তি দান করেন। মানুষের মধ্যে যখন আল্লাহ তা'লার কৃপায় পবিত্রতা ও পুণ্যের শক্তি সৃষ্টি হয় তখন তার সব কাজ খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায়।

সর্বপ্রকার দুর্বলতা ও অলসতা থেকে সে পবিত্র হয়ে যায়। সে তাকওয়ার ওপর বিচরনকারী হয়ে যায় এবং তাকে পাপ থেকে রক্ষা করা হয়। এমন মানুষ আল্লাহ্ তা'লার এমন সন্ত ষ্টি অর্জনকারী হয়ে যায় যে তার মাধ্যমে এরূপ ভুল সংঘটিতই হয় না যা খোদা তা'লাকে রুষ্টকারী। তিনি (আ.) বলেছেন, কিন্তু স্মরণ রেখ! এ অবস্থা অর্জনের জন্য অবিচলতার সাথে লাগাতার পরিশ্রম করতে হয়, সাময়িক পরিশ্রম নয় বরং ক্রমাগত পরিশ্রম আবশ্যক। অত:পর এসব পুণ্য এবং দোয়া গৃহীত হবার দৃশ্য জীবনের অংশ হয়ে যায়।

অত:পর একস্থানে তিনি (আ.) বলেছেন, (পবিত্র কুরআনে যেভাবে বলা হয়েছে) যে আমাদের পথে চেষ্টা-সাধনা করবে আমরা তাকে আমাদের পথ প্রদর্শন করব, এটিই হলো প্রতিশ্রুতি । অন্যদিকে আমাদেরকে "ইহদিনাস্ সিরাতাল মুস্তাকীম" দোয়াও (আল্লাহ্ তা'লা) শিখিয়েছেন। অতএব, মানুষের উচিৎ এটিকে দৃষ্টিতে রেখে যেন কাকুতি মিনতির সাথে এ বাসনা নিয়ে দোয়া করা হয়, যেন সে-ও ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতে সক্ষম হয় যারা উন্নতি ও তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করেছে। এ জগত থেকে নির্বোধ ও অন্ধরূপে উত্থিত হবে- এমন যেন না হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২০, ১৯৮৪ সালের সংস্করণ)

অতএব, এ মর্যাদা লাভের জন্য যেখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বান্দাদেরকে নিজ পথ প্রদর্শন করেন, সেখানে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ দোয়াও বার বার পাঠ করা উচিত। এক পুণ্যবান ব্যক্তির নামায পড়ার সময় কীরূপ অবস্থা হত কাদিয়ানের কেউ সে ঘটনাটি বর্ননা করেছেন। সেই বর্ণনাকারী বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এক সাহাবী মসজিদে মুবারকের এক কোণে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন। খুবই আবেগআপ্লুত অবস্থায় ও বিগলিতচিত্তে অনেকক্ষণ যাবৎ হাত বেঁধে দঁ াড়িয়েছিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমার মাঝে এই কৌতূহল জাগে যে, গিয়ে দেখি তিনি কী পড়ছেন কেননা মৃদু আওয়াজও আসছিল। কা জেই (গিয়ে দেখলাম), বার বার তিনি اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ -ই পুনরাবৃত্তি করছিলেন এবং আবেগআপ্লুত ছিলেন। অতএব এটি হল সেই দোয়া যা মানুষকে নিজ হিদায়াতের জন্য অনেক বেশি পড়া উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরো বলেন, আল্লাহ্ তা'লার সত্য প্রতিশ্রু তি হল, যে ব্যক্তি নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয় এবং সদিচ্ছা নিয়ে তাঁর পথের সন্ধান করে তার জন্য তিনি হিদায়াত ও তত্ত্বজ্ঞানের দরজা খুলে দেন। যেভাবে তিনি নিজেই বলেছেন, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (সূরা আনকাবুত: ৭০) অর্থাৎ যেসব মানুষ আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে আমরা তাদের জন্য আমাদের পথগুলো খুলে দেই। আমাদের মাঝে বিলীন হওয়ার অর্থ হল- বিশুদ্ধ নিষ্ঠা ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে তারা খোদার সন্ধানে এই চেষ্টাসাধনা করে, অর্থাৎ একমাত্র খোদাকেই আমরা পেতে চাই। এতে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা জাগতিক কোন উদ্দেশ্য থাকে না বরং আসল উদ্দেশ্য থাকে খোদাকে পাওয়া। নিষ্ঠার সাথে খোদাকে লাভ করা উদ্দেশ্য হয়। কিন্তু ে কউ যদি হাসিঠাট্টা ও বিদ্রুপের ছলে পরীক্ষা করে সে দুর্ভাগা ও বঞ্চিত রয়ে যায়। অতএব এই পবিত্র নীতির ওপর ভিত্তি করেই যদি তোমরা নিষ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে চেষ্টা কর এবং দোয়া করতে থাক তাহলে (জেনে রেখো) তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং বার বার কৃপাকারী। কিন্তু ে কউ যদি আল্লাহ্ তা'লার পরোয়া না করে তাহলে (তার জানা উচিত) তিনি অমুখাপেক্ষীও বটে। এমন ক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লাও তোমাদের কোন পরোয়া করবেন না।"

(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪৩৯)

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, জাগতিক সব কাজেই সর্বপ্রথম মানুষকে কিছু করতে হয়। জাগতিক যে কর্মকাণ্ড রয়েছে তাতে প্রথমে মানুষকে চেষ্টা করতে হয়। পৃথিবীতেও রীতি হলো মানুষ যখন হাত-পা নাড়ে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তার কাজে বরকত দান করেন। অনুরূপভাবে খোদার পথেও তারাই উৎকর্ষ লাভ করে যারা চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। এজন্যই আল্লাহ তা'লা বলেন, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا । অতএব চেষ্টা করা উচিত, কেননা চেষ্টা প্রচেষ্টাই সফলতার একমাত্র পন্থা। অতএব যখন আমরা জাগতিক কোন কিছু অর্জনের জন্য নিজেদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করি সেখানে খোদাকে লাভের পথসন্ধানে সর্বোচ্চ চেষ্টা কেন করি না। কেন আমরা এমনটি মনে করি যে, মুখ দিয়ে একটু কিছু বললেই আল্লাহ্ তা'লাকেপেয়ে যাব অথবা আমাদের দোয়াগুলো তিনি কবুল করে নিবেন? অতএব এখানে আবার কথাই প্রযোজ্য যে, যেসব লোক বলে থাকে আমাদের দোয়া কবু ল হয় না তারা যেন প্রথমে আত্মবিশ্লষণ করে। এটি সম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্য আরামপ্রিয়তার পথ অনুসরণ করা হবে কিন্তু জাগতিক বিষয়াদি লাভ করার জন্য পরিশ্রমের নীতি দৃষ্টিপটে রাখা হবে! সকল ক্ষেত্রেই তাহলে এই নীতি চলবে।

আল্লাহ্ তা'লাকে পেতে হলে পরিশ্রম আবশ্যক- এবিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরেক স্থানে বলেন, যেসব লোক আমাদের পথে সংগ্রাম করে অবশেষে তারা আমাদের তত্ত্বাবধানে উদ্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে যায়। যেভাবে বীজ বপনের পর চেষ্টা তদবীর না করলে ও সেচ দেয়া না হলে সেই বীজ বরকতশূন্য রয়ে যায় বরং নিজেও ধ্বংস হয়ে যায় অনুরূপভাবে তোমরাও যদি এই অঙ্গীকারকে প্রতিদিন স্মরণ না রাখ এবং এ দোয়া না কর যে, হে আমার খোদা! আমাকে সাহায্য কর তাহলে ঐশী কৃপা বর্ষিত হবে না আর ঐশী সাহায্য ব্যতীত পবিত্র পরিবর্তন অসম্ভব।"

(মালফুযাত, ৭মখণ্ড, পৃ: ২২৫)

অতএব এটি হল প্রকৃতির নিয়ম। আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার জন্যও এটি আবশ্যক। যেভাবে বীজ বপন করে একজন কৃ ষক বসে থাকে না অনুরূপভাবে এক্ষেত্রেও মানুষকে শুধু এটি নিয়ে বসে থাকলে কোন লাভ হবে না যে আমি ঈমান এনেছি, মান্য করেছি বরং চেষ্টা করতে হবে এবং নিজ ঈমানরূপী চারাগাছের পরিচর্যা করতে হবে।

তিনি (আ.) আরো বলেন, যে ব্যক্তি খোদার পানে ধাবিত হবে খোদা তা'লাও তার প্রতি সুদৃষ্টি দিবেন। তবে যা আবশ্যক তা হলো, সে সাধ্যানু সারে দুর্বলতা প্রদর্শন না করার চেষ্টা করবে। এভাবে তার চেষ্টা-সাধনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাবে তখন সে খোদা তা'লার নূর বা জ্যোতি সে দেখতে পাবে। (সোলায়মান) তিনি (আ.) বলেন, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا আয়াতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যতটুকু চেষ্টা করা তার দায়িত্ব তা তাকে করতে হবে। যেখানে বিশ হাত খনন করলে পানি বের হবে সেখানে কেবল দুই হাত খনন করেই সে মনোবল হারিয়ে ফেলবে- এমনটি যেন না করে। কুড়ি বা ত্রিশ ফুট খনন করলে পানি বের হয় কিন্তু ে স দুই-চার ফুট খনন করেই পানি বের হয় না বলে মনোবল হারিয়ে বসবে! (এমনটি যেন না হয়।) তিনি (আ.) বলেন, প্রত্যেক কাজের সফলতার মূলমন্ত্রই হল, মনোবল না হারানো।

এছাড়া এই উম্মতের জন্য তো আল্লাহ্ তা'লার এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, কেউ যদি দোয়া এবং আত্মশুদ্ধির সর্বাত্মক চেষ্টা করে তাহলে কুরআন করীমের সকল প্রতিশ্রুতিই তার ক্ষেত্রে পূর্ণ হবে। যে ব্যক্তি অবিচলভাবে পরিপূর্ণ চেষ্টার পর দোয়া এবং আত্মশুদ্ধির নীতিতে কাজ করবে কুরআন শরীফের সকল প্রতিশ্রুতি তার ক্ষেত্রে অবশ্যই পূর্ণ হবে। হ্যাঁ, যে এর বিপরীত কাজ করবে সে বঞ্চিত হবে, কেননা আল্লাহ্ র সত্তা অতিব আত্মাভিমানী। তাঁর দিকে আসার পথ তিনি অবশ্যই রেখেছেন কিন্তু এর দরজা বানিয়েছেন সংকীর্ণ। এ পর্যন্ত সে-ই পৌঁছাতে পারে যে তিক্ত শরবত পান করে অর্থাৎ পরিশ্রম করতে হয়। তিনি (আ.) বলেন, মানুষ জাগতিক স্বার্থে দু ঃখ বেদনা সহ্য করে এমনকি অনেকে এতেই ধ্বংস হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার জন্য একটি কাঁটার (খোঁচাও) কেউ সহ্য করা পছন্দ করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষ থেকে থেকে পূর্ণ নিষ্ঠা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার নিদর্শ ন প্রকাশিত না হবে, অর্থাৎ বান্দার পক্ষ থেকে সততা, ধৈর্য ও বিশ্বস্ততার লক্ষণ প্রকাশিত না হয় তাহলে অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও অনুগ্রহের লক্ষণ প্রকাশিত হয় না। তিনি (আ.) বলেন, তাহলে ঐ দিক থেকে দয়ার নিদর্শন কীভাবে প্রকাশ পাবে?"

(মালফুযাত, ৭মখণ্ড, পৃ: ২৯১)

অতএব এগুলো হল তাদের প্রশ্নের জবাব যারা বলে, আমরা অনেক দোয়া করেছি কিন্তু কবুল হয় নি। যেন তারা খোদা তা'লাকে বাধ্য করছে, ভাবটা এমন যে আমাদের ইচ্ছা হলেই আমরা খোদা তা'লার কাছে আসব এবং প্রয়োজন পড়লে আসব আর নাউযুবিল্লাহ্ খোদা তা'লা আমাদের কাছে বাধ্য। অর্থাৎ আমরা যা বলব এবং যেভাবে চাইব সেভাবেই তাঁকে আমাদের দোয়া কবুল করতে হবে। কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, জাগতিক নিয়মকানুন এবং সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটে না। তাহলে খোদা তা'লার বিষয়ে এই প্রত্যাশা কেন করা হবে যে, আমরা যেভাবে চাইব সেভাবেই হতে হবে এবং বিনা পরিশ্রমে হওয়া চাই? অতএব এখানে এটিই বলেছেন যে, নিষ্ঠার সাথে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আস তঁ ার ভালোবাসার দৃশ্য দেখ।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখা উচিত! কর্ম ছাড়া ঈমানের দৃষ্টান্ত নহরবিহীন কোন বাগানের ন্যায়, যেমনটি নালা বা পানিবিহীন কোন বাগান হয়ে থাকে। যে গাছ লাগানো হয় তাতে সেচ দেওয়ার প্রতি যদি মালিক দৃষ্টি না দেয় তাহলে একদিন তা শুকিয়ে যাবে। ঈমানের অবস্থাও অনুরূপ হয়ে থাকে। اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ তোমরা ছোটোখাটো কাজ করে আত্মপ্রসাদ নেবে না বরং এ পথে অনেক বেশি চেষ্টাসাধনা আবশ্যক। নফসকে ষাঁড়ের সাথে সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে।"

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৩১]

অতএব আল্লাহ তা'লা যে বলেছেন, ***ওয়াল ইউমিনু বি*** অর্থাৎ আমাকে যারা ডাকে তারা যেন আমার প্রতি ঈমান আনে। অতএব ঈমান হল, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য এবং বান্দার অধিকার প্রদানের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ঈমান আনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাকে ঈমানের বাগানের পরিচর্যা ও দেখাশোনা করতে বলেছেন। আমরা আমাদের বাড়িতেও দেখি, আমরা যদি নিয়মিত চারাগাছের পরিচর্যা না করি, সেগুলোর যত্ন না নিই তাহলে সেগুলো শুকিয়ে যেতে থাকে। তাহলে আমরা কীভাবে ঈমানের বাগানকে কোনরকম পরিচর্যা ছাড়াই ফেলে রাখতে পারি? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভিন্ন আঙ্গিকে এই বিষয়টি বর্ণনা করছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমাদের পথের সংগ্রামীরা পথের সন্ধান পাবে। এর অর্থ হল, এই পথে নবীর সাথে যুক্ত হয়ে চেষ্টাসাধনা করতে হবে। এক-দুই ঘণ্টা পর পালিয়ে যাওয়া মুজাহিদের কাজ নয়, বরং তার কাজ হল, জীবন উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকা। অতএব মুত্তাকীর চিহ্ন হল অবিচলতা।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৫)

কাজেই আমরা যেহেতু বয়আত করার সময় এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করব সেহেতু এই অঙ্গীকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য এটি দেখা আবশ্যক যে, ধর্ম আমাদের কাছে কী চায় যা আমাদের অগ্রগণ্য রাখতে হবে আর এর ওপর অবিচলতার সাথে প্রতিষ্ঠিতও থাকতে হবে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,যে ব্যক্তি শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর পথের সন্ধানে সচেষ্ট থাকে এবং তাঁর কাছে এ সমস্যার সমাধানের জন্য দোয়া করে, তখন আল্লাহ্ তা'লা (اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا অর্থাৎ যারা আমাদের মাঝে বিলীন হয়ে চেষ্টা করে, আমরা তাদেরকে নিজেদের পথ দেখিয়ে দিই) – তাঁর এই বিধান অনুসারে নিজে হাতে ধরে তাকে পথ দেখিয়ে দেন ও তাকে আত্মিক প্রশান্তি দান করেন। কিন্তু মানুষের হৃদয়ই যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় দোয়াতে অনীহা থাকে এবং বিশ্বাস শির্ক ও বিদআতে কলুষিত থাকে তবে সেই দোয়ার কি-ইবা মূল্য এবং সে যাচনা কোন্ কাজের যে, তার শুভ ফলাফল সামনে আসবে?

[তফসীর হযরত মসীহ মওউদ (আ.), ৩য় খণ্ড, পৃ: ৬৩২]

অতএব আমাদের আত্মবিশ্লেষণ করতে থাকা উচিত, আমরা কি এরূপ চিন্তা নিয়ে আল্লাহ্ তা'লার পথের সন্ধান করছি এবং আমাদের হৃদয় কি গায়রুল্লাহ্ (আল্লাহ্ ছাড়া অন্য সবকিছু) থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছে?

আবার তওবা ও ইস্তেগফারের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি (আ.) বলেন, "তওবা ও ইস্তেগফার আল্লাহ্‌কে পাবার মাধ্যম। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا – পূর্ণ প্রচেষ্টার সাথে এই পথে লেগে থাক, অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে। আল্লাহ্ তা'লা কারও প্রতি কার্পণ্য করেন না।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১০৭)

তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের শিক্ষার কল্যাণে এ বিষয়টি আমার নিকট এরূপ মনে হয় যে, একদিকে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে নিজের দয়া, কৃপা, করুণা ও অনুগ্রহের গুণাবলী বর্ণনা করেছেন এবং নিজের রহমান (অযাচিত অসীম দাতা) হওয়ার কথা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে এ-ও বলেছেন যে اَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى (সূরা আন নাযম ৪০) এবং اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا – বলে স্বীয় কৃপারাজিকে চেষ্টা-প্রচেষ্টার মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। সেইসাথে এক্ষেত্রে সাহাবীদের (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) কর্মপন্থা আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। সাহাবীদের জীবন মনোযোগ সহকারে দেখ, তারা কি অল্পবিস্তর নামাযের মাধ্যমেই সেসব পদমর্যাদা অর্জন করেছিলেন? না, বরং তারা তো খোদা তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য নিজেদের জীবনের প্রতিও ভ্রুক্ষেপ করেন নি এবং গরু-ছাগলের মত খোদার পথে উৎসর্গীত হয়েছেন, যার পরে তারা এই মর্যাদা লাভ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, অধিকাংশ লোককেই আমরা দেখেছি যে, তারা চায় যেন ফুঁ দিয়েই তাদেরকে সেসব পদমর্যাদায় উপনীত করা হয় আর তারা যেন আরশ পর্যন্ত পেঁ ৗছে যায়।

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২০৫) [এটি হওয়া সম্ভব না।]

অতএব নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লা রহীম এবং করীমও বটে, কিন্তু ে সই সাথে তিনি খাঁটি ঈমানের অধিকারী হওয়ার জন্য এই শর্তও নিরূপণ করেছেন যে, তাদেরকে তাঁর পথে জিহাদকারী হতে হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা তাদের মর্যাদা ক্রমাগত উঁচু করতে থাকেন। তারা দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'লার রহমানিয়্যত ও রহীমিয়্যতের নিদর্শন পূর্বের তুলনায় অধিকহারে অবলোকন করে যা সাহাবীরা দেখেছেন। এছাড়া তারা খোদা তা'লার ভালোবাসায় এমনভাবে নিমগ্ন হয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত নেই। তারা আল্লাহ্ তা'লার পথে নিহত হলেও জান্নাত এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ লাভ করেছেন।

অতঃপর তিনি বলেন," যারা খোদা তা'লার সত্তায় বিলীন হয়ে খোদাপ্র াপ্তির জন্য ছটফট করে ও বিগলিত চিত্তে চেষ্টা করে তাদের পরিশ্রম ও চেষ্টা বিফলে যায় না, অবশ্যই তাদের পথ দেখানো হয়, হেদায়েত দেয়া হয়। যখন কেউ আন্তরিক নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার দিকে পা বাড়ায় খোদা তা'লাও পথপ্রদর্শনের নিমিত্তে তার দিকে অগ্রসর হন। মানুষের দায়িত্ব হলো, গভীরভাবে প্রণিধান করা এবং সত্যান্বে ষণের সত্যিকার ব্যাকুলতা ও তৃষ্ণা নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করার জন্য যে পন্থা আল্লাহ তা'লা বাতলে দিয়েছেন তা অবলম্বন করা। যে ব্যক্তি খোদা তা'লার ব্যাপারে উদাসীন হয় আল্লাহও তার বিষয়ে কোন পরোয়া করেন না।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৮৪)

এরপর তিনি বলেন, তোমরা নিজ নফসে পরিবর্তন আনার জন্য

চেষ্টাপ্রচেষ্টা কর, নামাযে দোয়া কর, দান-খয়রাত এবং অন্য সকল চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا -এর দলভুক্ত হয়ে যাও। রোগাক্রান্তরা যেভাবে চিকিৎসকের কাছে যায়, ঔষধ সেবন করে, জোলাপ (অর্থাৎ রেচক তথা পয় নিঃসরক ঔষধ) নেয়, রক্ত বের করে এবং সেক দেয় অর্থাৎ আরোগ্য লাভের জন্য সব ধরনের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করে একইভাবে নিজের আধ্যাত্মিক ব্যাধিসমূহকে দূর করার জন্য সব ধরনের চেষ্টা-সাধনা কর। শুধু বুলিসর্বস্ব নয় বরং চেষ্টা-সংগ্রামের যত পন্থা রয়েছে যা আল্লাহ্ তা'লা বাতলে দিয়েছেন সেসব পন্থা অবলম্বন কর।

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৮৮)

অতএব, এই হল সেই পন্থা যার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লাকে পাওয়ার পথ উন্মুক্ত হতে থাকে আর এরপর দোয়ার প্রতিও তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়।

তিনি বলেন, মানুষের উচিত এই নশ্বর জীবনকে এতটা কুৎসিৎ মনে করা যা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার তার সর্বদা চেষ্টা থাকবে। অর্থাৎ এই জীবনকেই সবকিছু মনে করো না বরং এই জীবনকে অর্থাৎ জাগতিকতাকে ক্ষণস্থায়ী ও নোংরা জীবন জ্ঞান কর। আর দোয়া করা উচিত কেননা যখন কেউ যথাযথ চেষ্টাসাধনা করে আর এরপর আন্তরিকভাবে দোয়া করে তখন অবশেষে আল্লাহ্ তা'লা তাকে পরিত্রাণ দান করেন এবং সে পাপের জীবন থেকে বেরিয়ে আসে কেননা দোয়া কোন সাধারণ জিনিস নয় বরং এটি একপ্রকার মৃত্যুই। মানুষ যখন এই মৃত্যুকে বরণ করে নেয় তখন আল্লাহ তা'লা তাকে সেই অপরাধপ্রবণ জীবন থেকে রক্ষা করেন যা মৃত্যুর কারণ, এবং তাকে এক পবিত্র জীবন দান করেন। তিনি বলেন, অনেকেই দোয়াকে একটি সাধারণ জিনিস বলে মনে করে। স্মরণ রাখা উচিত, প্রথাগতভাবে নামায পড়ে বসে হাত উঠিয়ে, মুখে যা আসে তা বলে দেওয়াই দোয়া নয়। এমন দোয়ার ফলে কোন লাভ হয় না, কেননা এই দোয়া নিছক মন্ত্রের ন্যায় হয়ে থাকে। এতে হৃদয়ও অংশগ্রহণ করে না, আর আল্লাহ তা'লার কুদরত ও শক্তিসমূহের প্রতি ঈমানও থাকে না।

স্মরণ রেখো, দোয়া এক মৃত্যু বিশেষ; মৃত্যুর সময় যেমন অস্থিরতা ও ব্যাকুলতা প্রকাশ পায়, একইভাবে দোয়ার জন্যও সেরূপ ব্যাকুলতা ও উদ্দীপনা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই, দোয়ার ক্ষেত্রে যতক্ষণ পূর্ণ ব্যাকু লতা ও চিত্তের বিগলন সৃষ্টি না হয়, ততক্ষণ কোন ফল হয় না। অতএব, রাতে উঠে একান্ত বিগলিতচিত্তে আহাজারি করে এবং কাকুতি-মিনতির সাথে খোদা তা'লার কাছে নিজের সমস্যাদি উপস্থাপন করা উচিত। এই দোয়াকে এমন পর্যায়ে পৌছানো উচিত যেন মৃত্যুবৎ অবস্থার অবতারণা হয়। তখন গিয়ে দোয়া গ্রহণযোগ্যতার পর্যায়ে উপনীত হয়।"

তিনি বলেন," একথাও মনে রাখবে, সর্বপ্রথম ও প্রয়োজনীয় দোয়া হলো, মানুষের নিজের জন্য পাপ-পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হওয়ার জন্য দোয়া করা। এ দোয়াই সকল দোয়ার মূল ও শাখাপ্রশাখা । কেননা, এ দোয়া যখন গৃহীত হবে এবং মানুষ সব ধরনের নোংরামী ও কলুষ থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন হয়ে খোদা তা'লার দৃষ্টিতে পবিত্র হয়ে যাবে, তখন অন্যান্য দোয়া যা তার চাহিদা সম্পর্কে হয়ে থাকে, [অর্থাৎ মানুষের অন্যান্য যেসব পার্থিব প্রয়োজনাদি রয়েছে,] সেসব তাকে আর

চাইতেও হয় না। বরং এগুলো আপনাআপনিই গৃহীত হতে থাকে। পাপ থেকে পবিত্র হয়ে যাওয়ার দোয়া করাই খুব কঠিন ও শ্রমসাধ্য বিষয়। [সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল, মানুষ যেন নিজের জন্য পাপ থেকে মুক্তির দোয়া করে।] এবং খোদা তা'লার দৃষ্টিতে যেন মুত্তাকী ও পুণ্যবান সাব্যস্ত হয়। অর্থাৎ, প্রাথমিকভাবে মানুষের হৃদয়ে যে পর্দা থাকে তা দূরীভূত হওয়া আবশ্যক। তা দূরীভূত হলে তখন অন্যান্য পর্দা সরানোর জন্য ততটা পরিশ্রম ও কষ্ট করার প্রয়োজনই হবে না, কেননা খোদা তা'লার অনুগ্রহ তার লাভ করার ফলে হাজার হাজার পাপ এমনিতেই দূরীভূত হওয়া আরম্ভ হয়ে যাবে। অন্তরে যখন পবিত্রতা ও বিশুদ্ধতা সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে প্র কৃত সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তখন আল্লাহ্ তা'লা নিজেই তার নিগরান ও অভিভাবক হয়ে যান। আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার কোন প্রয়োজন ব্যক্ত করার পূর্বে ই আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং তা পূর্ণ করে দেন। এটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম রহস্য যা তখনই উন্মোচিত হয় যখন মানুষ সেই মর্যাদায় উপনীত হয়। এর পূর্বে এটি বুঝা তার জন্য খুবই কঠিন হয়ে থাকে। কিন্তু এজন্য এক মহান চেষ্টা-সংগ্রামের প্রয়োজন, কেননা দোয়াও এক সংগ্রামের দাবি রাখে। যে ব্যক্তি দোয়া করার বিষয়ে উদাসীনতা দেখায় এবং এর সাথে দূরত্ব রাখে, আল্লাহ্ তা'লাও তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন না ও তার থেকে দূ রে চলে যান। তাড়াহুড়া ও ত্বরাপরায়ণতা এক্ষেত্রে কাজে আসে না। খোদা তা'লা নিজ কৃপা ও করুণাভরে যা চান তাই দেন এবং যখন ইচ্ছা দান করেন; আবেদনকারীর এ কাজ নয় যে, সে তৎক্ষণাৎ তা প্রদান করা না হলে অভিযোগ করবে ও কুধারণা পোষণ করবে। বরং তার কাজ হলো, দৃঢ়তা ও ধৈর্য সহকারে যাচনা করতে থাকা।"
(মালফুযাত, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৪০৬-৪০৭)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব বিষয়ের ওপর আমল করার তৌফিক দান করুন এবং এই রমযানকে আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ার মাধ্যম করুন, আমদেরকে তাঁর নির্দে শাবলী পালনকারী বানি য়ে দিন, তাঁর প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনয়নকারী বানিয়ে দিন, আমাদেরকে দোয়া কবুল হওয়ার অভিজ্ঞতা দান করুন আর এই অবস্থা যেন স্থায়ী হয়। অর্থাৎ রমজানেও এবং রমজানের পরেও আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার প্রক্ত বান্দা হবার কর্তব্য পালন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এমন পথে পরিচালিত করুন যা থেকে আমরা যেন কখনো বিচ্যুত না হই এবং সর্বদা তাঁর স্নেহদৃষ্টি যেন আমাদের ওপর থাকে। আমরা যেন যুগ-ইমামের হাতে বয়আতের কল্যাণে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার কাছ থেকে এই পুরস্কার পেয়ে কখনো যেন তা থেকে বঞ্চিত না হই, [অর্থাৎ যু গ-ইমামকে মান্য করার যে সৌভাগ্য আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে দান করেছেন- সেই পুরস্কার।] আল্লাহ্ তা'লা আমাদের শত্রু ও বিরুদ্ধবাদীদের অনিষ্ট থেকে সদা সুরক্ষিত রাখুন। আমাদের দোয়া কবুল করে শত্রুদের সৃষ্ট অনিষ্টে তাদের ক্লিষ্ট করুন, জামা'তের উন্নতির উপকরণ সর্বদা সৃষ্টি করতে থাকুন। অতএব এই রমযানকে নিজেদের দোয়া গৃহীত হবার মাধ্যম বানিয়ে নিন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর তৌফিক দান করুন।

পৃথিবীর চলমান অবস্থার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীকে ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের মাঝে শুভবুদ্ধির উদয় হোক যেন তারা তাদের স্রষ্টা আল্লাহ্কে চিনতে পারে।

জুমুআর নামাযের পর আমি এমটিএ'র একটি ওয়েবসাইটের উদ্বোধন করবো। এমটিএ ইন্টারন্যাশনাল এই ওয়েবসাইটটি বানিয়েছে; একটি মোবাইল এ্যাপলিকেশন বানিয়েছে যেটিতে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ৩১৩ জন সাহাবী (রা.) সম্পর্কিত আমার খুতবাসমূহ একত্রিত করা হয়েছে। এই ওয়েবসাইটে জামা'তের সদস্যরা জুমুআর এসব খুতবা দেখার পাশাপাশি বদরের যুদ্ধের সাহাবীদের সম্পর্কে তৈরিকৃত প্রোফাইলও পাঠ করতে পারবেন এবং কেউ যতটুকু দেখেছে ও পড়েছে সেস্থানে বুকমার্কও করে রাখতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক সাহাবী সম্পর্কে প্র শ্নোত্তরমূলক একটি কুইজ রয়েছে। ওয়েবসাইটে সংশ্লিষ্ট ম্যাপও দেখতে পারবে। নাম এবং আরবি কঠিন শব্দের উচ্চারণও শোনা যাবে। এখন পর্যন্ত আপলোড করা তথ্যাবলীর পাশাপাশি আগামীতে যেসব নতুন তথ্য ও ভিডিও আসবে- তাও প্রতি সপ্তাহে এখানে সরবরাহ করা হবে। ওয়েবসাইটটির ঠিকানা হল: www.313companions.org আমি যেভাবে বলেছি, নামাযের পর এর উদ্বোধন হবে। আল্লাহ্ তা'লা এটিকেও মানুষের জন্য উপকৃত হওয়ার মাধ্যম বানান। **********

মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য

খোদা তা'লা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন যেন আমি সেই সকল লুকোনো ধনভান্ডার জগতের সম্মুখে প্রকাশ করে দিই, এবং অপবিত্র আপত্তি সমূহের কলুষকে পবিত্র করি যা ঐ অত্যুজ্জ্বল মনিমানিক্যের উপর আরোপিত হয়েছে। এই যুগে খোদা তা'লার আত্মাভিমান জেগে উঠেছে যেন প্রত্যেক পরশ্রীকাতর শত্রুর আপত্তি খণ্ডন করে কুরআন করীমের সম্মান ও মর্যাদাকে পবিত্র করা হয়।

অতএব, এমন পরিস্থিতিতে বিরুদ্ধবাদীরা যখন কিনা আমাদের উপর কলমের দ্বারা আক্রমণ করতে চায়, আর অবশ্যই তারা করবে, আমরা যদি তাদের সঙ্গে হাতাহাতি করতে উদ্যত হই তবে তা কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক হবে? আমি তোমাদেরকে পরিস্কারভাবে বলছি, এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যুত্তরে কেউ যদি ইসলামের নামে যুদ্ধ-বিগ্রহের পথ অবলম্বন করে তবে সে কেবল ইসলামের সুনাম হানিই করবে। অহেতুক কোন প্রয়োজন ব্যতিরেকে তরবারি ধারণ করা কখনই ইসলামের অভিপ্রায় ছিল না। যেরূপ আমি উল্লেখ করেছি, বর্তমান যুগে যুদ্ধ কলাকৌশল ও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে উঠেছে, এর দ্বারা এখন আর ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধিত হওয়া সম্ভব নয়, বরং জাগতিক স্বার্থই এখন এর প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজেই, আপত্তিকারীদেরকে উত্তর দেওয়ার পরিবর্তে তরবারি দেখানো কত বড় অন্যায় কাজ হবে! এখন যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে যুদ্ধের নিয়ম-নীতি পরিবর্তিত হয়েছে। অতএব, প্রয়োজন হল সর্বাগ্রে নিজেদের মন ও মস্তিষ্ক প্রয়োগ করা আর আত্মশুদ্ধি করা এবং সাধুতা ও তাকওয়ার মাধ্যমে খোদা তা'লার কাছে সাহায্য ও বিজয় প্রার্থনা করা। এটি খোদা তা'লার অলঙ্ঘনীয় আইন ও অটল নীতি, যদি মুসলমানেরা কেবল কথা ও মৌখিক দাবি দ্বারা সফলকাম ও জয়যুক্ত হতে চায়, তবে তা সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'লা আস্ফালন ও ফাঁকা বুলিকে গ্রাহ্য করেন না, বরং তিনি চান প্রকৃত তাকওয়া, আর তিনি ভালবাসেন প্রকৃত পবিত্রতা। যেরূপ তিনি বলেছেন-

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (নহল: ১২৯)

বুদ্ধি প্রয়োগও করা উচিত

আমাদেরকে যুক্তি ও বুদ্ধি প্রয়োগও করা উচিত। কেননা, এই যুক্তি-বুদ্ধির কারণেই মানুষ কৈফিয়ত দাবি করে। কোনও ব্যক্তিকেই অযৌক্তিক কথা স্বীকার করতে বাধ্য করা যেতে পারে না। শরীয়ত কোন ব্যক্তিকেই তার (বৌদ্ধিক) শক্তি-সামর্থ্যের উর্দ্ধে কোনও কিছু সহন করতে বাধ্য করে নি। لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (আল বাকারা: ২৮৭)। এই আয়াত থেকে স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'লার আদেশাবলী মানুষের শক্তি-সামর্থের অতীত নয়। এমনকি খোদা তা'লা নিজের বাগ্মীতা ও ভাষার উৎকর্ষতা প্রকাশ করতে ঐশী আদেশাবলী অবতীর্ণ করেন নি, কিম্বা তাঁর আইন রচনার দক্ষতা ও কাহিনী বর্ণনার নিপুণতা প্রকাশ করতে এমনটি করেন নি, যেন তিনি পূর্বেই নির্ধারণ করে রেখেছিলেন যে, নির্বোধ ও দুর্বল মানুষ কখনই এমন আদেশাবলী মেনে চলতে সক্ষম হবে না। খোদা তা'লা এমন নিরর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কর্ম থেকে পবিত্র। তবে খৃষ্টানরা নিশ্চয় একথা বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিই শরীয়তের অনুসরণ এবং খোদার আদেশ পালন করতে সক্ষম নয়। নির্বোধরা এতটুকুও বোঝে না, তবে খোদা তালার শরীয়ত পাঠানোর প্রয়োজনই বা কি ছিল? তাদের চিন্তাধারা এবং মতবিশ্বাস অনুযায়ী, খোদা তা'লা যেন পূর্বের নবীদের উপর শরীয়ত অবতীর্ণ করে একটি বৃথা কাজ করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। বস্তুতঃ, কাফফারা বা প্রায়ঃশ্চিত্ত মতবাদ উদ্ভাবনের জন্যই খোদা তা'লার পবিত্র সত্তার উপর এমন একটি ত্রুটি আরোপ করতে বাধ্য হয়েছে। তারা স্বরচিত মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য খোদার অস্তিত্বের উপর এমন কদর্য আরোপ করতেও যে কুণ্ঠিত হল না, তা দেখে আমি হতভম্ভ হয়েছি।

নিঃসন্দেহে, কুরআন করীমের একটি বৈশিষ্ট হল এর প্রত্যেকটি আদেশ উদ্দেশ্য সম্বলিত ও প্রজ্ঞার অধীন। একারণেই কুরআন করীমের বিভিন্ন স্থানে যুক্তি-বুদ্ধি, বোধশক্তি, চিন্তাশক্তি, বুদ্ধিমত্তা ও ঈমানী শক্তি প্রয়োগ করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কুর্আন করীম ও অন্যান্য ঐশী গ্রন্থের মধ্যে এটিই একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য যে, আর অন্য কোন পুস্তক নিজের শিক্ষাকে যুক্তি, চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সূক্ষ্ম ও অবাধ সমালোচনার সামনে মেলে ধরার সাহস দেখাতে পারে নি। লুকোনো ইঞ্জিলের ধূর্ত অনুসারী ও সমর্থকরা সম্যক অবগত ছিল যে, ইঞ্জিলের শিক্ষা যৌক্তিকতার কষ্টি পাথরে কোনওভাবেই উত্তীর্ণ হতে পারবে না। এই কারণেই তারা ধূর্ততার সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাসে এই যুক্তির অবতারণা করেছে যে, ত্রিত্ববাদ ও কাফফারা (প্রায়ঃশ্চিত্ত) এমন এমন রহস্য যা মানুষের যুক্তি ও বুদ্ধি আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু এর বিপরীতে, কুরআন করীমের শিক্ষা হল-

إِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ

নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনের মধ্যে এবং রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তনের মধ্যে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯১) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৯-৫১)

অধিকার রয়েছে। নিকাহর পূর্বে যদি এমন শর্ত লিখে নেওয়া যায়, তবে নিঃসন্দেহে এমন স্ত্রীর স্বামী যদি দ্বিতীয় বিয়ে করে তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হবে। কিন্তু যদি কোনও মহিলা এমন শর্ত না লেখায় আর শরীয়তের নির্দেশ মেনে নেয়, তবে সেক্ষেত্রে অপরের হস্তক্ষেপ অসঙ্গত হবে। এক্ষেত্রে মিঞা বিবি রাজি কিয়া কারেগা কাজি- উপমাটি প্রযোজ্য হবে। বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই বুঝতে সক্ষম যে, খোদা তা'লা একাধিক বিয়ে করাকে অনিবার্য করেন নি। খোদার নির্দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কেবল বৈধ। অতএব, কোনও পুরুষ যদি তার কোনও প্রয়োজনের তাগিদে এই বৈধ আদেশকে কাজে লাগাতে চায়, যা খোদা প্রবর্তিত বিধানের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর তার প্রথম স্ত্রী এতে সন্তুষ্ট না হয়, তবে সেই স্ত্রীর জন্য তালাক গ্রহণ করাই হল এই দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ পথ। আর দ্বিতীয় মহিলাটি, যার সঙ্গে নিকাহ করার ইচ্ছে, সে যদি এই নিকাহতে সম্মত না হয়, তার জন্যও সহজ পদ্ধতি হল এমন আবেদনকারীর আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। কারো উপর জোর তো নেই, কিন্তু যদি উভয় মহিলা এই নিকাহতে সম্মত হয় তবে সেক্ষেত্রে কোনও আর্যকে অহেতুক হস্তক্ষেপ করার কিম্বা আপত্তি করার কিসের অধিকার রয়েছে?"

(চাশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ২৪৬)

এক স্কুল ছাত্রী হুযুর আনোয়ারকে প্রশ্ন করে,'ইসলামে মেয়েদের নিজেকে ঢেকে রাখার আদেশ রয়েছে। কিন্তু আমরা স্কার্ফ নিয়ে মাথার পর্দা কেন করি? মেয়েরা স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে কেন বন্ধুত্ব করতে পারে না? আমি কি হলোউইনে পরী সাজতে পারি?

২০২১ সালের ২৬ শে জানুয়ারীর চিঠিতে হুযুর আনোয়ার লেখেন-

পর্দার বিষয়ে ইসলাম পুরুষ ও মহিলাকে অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দান করেছে। বলা হয়েছে যে, মোমেন পুরুষ ও মহিলা উভয়ে নিজেদের দৃষ্টি সংযত রাখবে। অর্থাৎ না-মাহরুমদেরকে দেখা থেকে দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলতে হবে এবং নিজেদের লজ্জাস্থান পর্দাবৃত রাখতে হবে। অতঃপর মোমেন মহিলাদের আরও তাকিদ করা হয়েছে যে, তারা যেন নিজেদের ওড়না বক্ষদেশে রাখে আর নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না হতে দেয় । আর তারা মাটিতে এমনভাবে পা না ফেলে যার ফলে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে।

এই সংক্ষিপ্ত এবং পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষায় পর্দা সম্পর্কে সমস্ত বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একজন মোমেন মহিলা নিজের চোখ,কান এবং লজ্জাস্থানের হিফাজতের পাশাপাশি এবিষয়ের প্রতি যত্নবান থাকবে যে, তার পোশাক যেন এত আঁট না হয় যে তার শরীরের অঙ্গ প্রদর্শিত হয় আর এতটাও খোলামেলা হওয়া উচিত নয় যে বক্ষদেশ এবং অন্যান্য লজ্জাস্থান পর্দাহীন হয়ে পড়ে।

মাটিতে জোরে পা ঠুকে না চলার আদেশে একথা বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, একজন মোমেন মহিলার এমনভাবে লাফাঝাপি করা থেকে বিরত থাকা উচিত যার ফলে তার শারিরিক গঠন প্রকাশ পায়, কিম্বা তার পায়ে কোনও অলংকার থাকলে তার শব্দে অন্যরা তার প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পরপুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বা পায়ে নেল পালিশ বা মেহেন্দী লাগানো থাকলে পরপুরুষদের দৃষ্টি তার উপর পড়ে। এই বিষয়গুলি পর্দার আদেশের পরিপন্থী।

অতএব ইসলাম একথা বলে নি যে, মেয়েদের জন্য কেবল স্কার্ফ পরাই যথেষ্ট। বরং এই বিষয়গুলির বর্ণনা করে পর্দা সম্পর্কে সমস্ত করণীয় বিষয়কে স্পষ্ট করে দিয়েছে যে কিবাবে মেয়েরা নিজেদের পর্দার প্রতি যত্নবান হবে এবং নিজেকে পর্দাবৃত রাখবে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পর্দা সংক্রান্ত এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন- "পুরুষদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে তুমি বলে দাও, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে না-মাহরম মহিলাদেরকে দেখা থেকে সংযত রাখে আর এমন মহিলাদেরকে সরাসরি না দেখে যারা অশ্লীলতার কারণ হতে পারে। এক্ষেত্রে নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। আর নিজেদের লজ্জাস্থানকে যথাসম্ভব রক্ষা কর। অনুরূপভাবে কানকে নামাহরম থেকে বাঁচিয়ে চল। অর্থাৎ অন্য কোনও মহিলার গান-বাজনা এবং সুললিত কণ্ঠ শুনবে না, কিম্বা তাদের সৌন্দর্যের কাহিনী শুনবে না। পবিত্র দৃষ্টি এবং পবিত্র-হৃদয় থাকার জন্য এটি উৎকৃষ্ট পন্থা। অনুরূপভাবে ঈমানদার মহিলাদেরকে বলে দাও, তারাও যেন নিজেদের দৃষ্টিকে পরপুরুষদের দেখা থেকে বিরত রাখে আর কানকেও নামহরমদের থেকে বিরত রাখে। (ক্রমশ.....)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার চেয়ে উত্তম জীবিকা দ্বিতীয়টি নেই। (সহী বুখারী, কিতাবুল বুয়ু)

দোয়াপ্রার্থী: Jahanara Begum, Bhagwangola, (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর তবলীগ

হযরত মহম্মদ (সা.) হিরা গুহার নির্জনতায় নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের আর্তি নিয়ে অশ্রু বিসর্জন করেন নি, বরং মানুষ কিভাবে শয়তানের কবল থেকে মুক্তি লাভ করে দয়ালু খোদার বান্দায় পরিণত হবে এই জন্য তিনি ব্যকুল ছিলেন। তাঁর তীব্র বাসনা ছিল যে, মিসকীন, এতীম, অসহায়, বিধবা ও ক্রীতদাস সমেত সমস্ত বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষ যেন নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি পেয়ে খোদার করুণার ছায়াতলে আশ্রয় লাভ করে। তাঁর ইচ্ছা ছিল, মিথ্যা উপাস্যের পরিবর্তে যেন প্রকৃত উপাস্যের ইবাদত করা হয় এবং মানুষ সেই সত্তাকে সনাক্ত করেন যিনি যাবতীয় শক্তির আধার, যার সৌন্দর্য তাঁর উপর প্রকাশিত হয়েছিল। এই অকৃত্রিম প্রার্থনা ও আকুতি খোদার করুনা বারিকে আকর্ষণ করল। তিনি সেই বিস্ময়কর বিধিপত্র প্রাপ্ত হলেন যার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত সমগ্র মানবতার সংশোধন হতে পারে। তাঁর উপর কুরআন করীম অবতীর্ণ হতে শুরু করল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

"ইকরা। ইকরা বি ইসমিকাল্লাযি খালাকা"

চাদরাবৃত দুর্বল ব্যক্তিটি কেঁপে উঠল। এটি অনেক বড় দায়িত্ব ছিল, কিন্তু প্রিয় খোদার সাহায্যের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজ প্রভুর আদেশে নতশির হলেন। এইরূপে তিনি প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী অর্থাৎ আওয়ালুল মুসলেমিন রূপে অভিহিত হলেন।

মানুষদেরকে খোদার নামে অবহিত করার কাজ তিনি সর্বপ্রথম নিজের ঘর থেকে শুরু করেন। তিনি নিজের সহধর্মিনী হযরত খাদিজা (রা.)কে একশ্বেরবাদের শিক্ষা প্রদান করেন। তাঁর জন্য এই পয়গাম কোন নতুন ছিল না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে গভীর মানসিক একাত্মতা ছিল। তিনি কখনো কখনো হিরা গুহাতেও যেতেন। তিনি খুব ভালভাবে জানতেন যে, সত্যান্বেষী পথিক গন্তব্য পেয়ে গিয়েছে। কোন প্রতিবাদ ছাড়াই কোন প্রমাণ বা নিদর্শন না চেয়ে তাঁর নবুয়তের সত্যতাকে স্বীকার করলেন। এইভাবে তিনি প্রথম মুসলমান মহিলা হওয়ার গৌরব লাভ করলেন।

ইবনে হিশশাম বলেন, আমার নিকট একজন বিশ্বস্ত লোকের বর্ণনা পৌঁছেছে যে, জিবারাইল (আ.) মহানবী (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে,

" খাদিজাকে তার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সালাম বলে দাও"

মহানবী (সা.) বলেন- হে খাদিজা! জিবরাঈল খোদার পক্ষ থেকে তোমাকে সালাম বলছে।

খাদিজা বলেন- আল্লাহ শান্তি, তিনি শান্তির উৎস। জিবরাঈল (আ.)-এর উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। (ইবনে হিশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:)

ইসলামের জ্যোতিতে আলোকিত হওয়া এটিই ছিল প্রথম পরিবার। এখান থেকেই আল্লাহ্ তা'লার বাণীর প্রসার হতে শুরু করে। হযরত খাদিজা (রা.) প্রথম মসুলমান মহিলা হওয়ার বিশিষ্ট সম্মানের অধিকারীনি হওয়ার পাশাপাশি ইসলামের প্রচার কার্যও করেছেন। তিনি মক্কার মহিলাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ এবং হযরত মহম্মদ (সা.)-এর নবুয়তের বাণী প্রচার করতেন। একজন সংস্কৃতিবান ও বিশ্বস্ত মহিলার দ্বারা ইসলামের দিকে আহ্বান করার সুপ্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আসুন দেখি আল্লাহ্ তা'লার রসুলের সঙ্গ দেওয়ার জন্য পুরুষদের মধ্যে প্রথম কাকে নির্বাচন করলেন।

যেদিন হযরত রসুল করীম (সা.) নবুয়তের দাবী করেন, হযরত আবু বাকার (রা.) মক্কায় ছিলেন না। তিনি মক্কা থেকে কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন। যেহেতু প্রখর গ্রীষ্মকাল ছিল, তাই তিনি মক্কায় ফিরে এসে তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তিনি (রা.) হেলান দিতে যাবেন এমন সময় তাঁর বন্ধুর সেবিকা বলে উঠল-

হায় হায়! এর বন্ধু তো উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

হযরত আবু বাকার (রা.) এদিক এদিক দেখলেন এবং মনে করলেন হয়তো এই কথাটি আমার উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। তাই তিনি সেই বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন কোন বন্ধুর কথা বলছে? সে বলল- তোমার বন্ধু মহম্মদ।

হযরত আবু বাকার (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে?

সেই সেবিকা বলল যে, সে বলে আমার সাথে ফিরিস্তা কথা বলে। হযরত আবু বাকার (রা.) এই কথা শুনে শুতে গিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের চাদরটি কাঁধের উপর নিয়ে নিলেন এবং বন্ধুকে বললেন আমি এখন আসি। সেই বন্ধু বলল, একটু বিশ্রাম করে যাও। এখন তীব্র গরম। আপনি এখন গেলে কষ্ট হবে। তিনি (রা.) বললেন আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না।

তিনি সোজা হযরত মহম্মদ (সা.)-এর কাছে গিয়ে উপস্থিত হন

এরপর ১১ পাতায়....

২০১৩ (সেপ্টেম্বর) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জাপান সফর

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে যে জানিয়েছিলেন যে এখানে পানি আছে সেই ইলহামটি নিম্নরূপ ছিল=

'জাতে হুয়ে হুযুর কি তাকদীর নে জানাব/পাঁও কে নীচে সে মেরে পানি বাহা দিয়া।'

(আল ফযল-১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯, পৃ: ৫)

সাংবাদিক হুযুরের কাছে জানতে চান যে, তিনিও কি মাঝে মধ্যে রাবোয়া যাতায়াত করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন থেকে আমি বর্তমান পদে রয়েছি, রাবোয়া যেতে পারব না। তবে যখন এই পদে ছিলাম না, তখন রাবোয়াতেই থাকতাম। সেখানে অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতাম। সেখানে থাকতে আমাকে জেলেও যেতে হয়েছে। এখন এজন্য যেতে পারি না যে, সেখানে থাকলে আমি আমার পদের কারণে ন্যস্ত হওয়া দায়িত্ব পালন করতে পারব না। জুমআর খুতবা দিতে পারব না। ভাষণ দিতে পারব না। নিজের ধর্ম বিশ্বাস ও আকিদা অনুসারে চলতে পারব না। কাজ করতে পারব না আর জামাতের দিক-নির্দেশনা করতে পারব না। খলীফা মূর্তি হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাই যেদিন থেকে এই পদে রয়েছি, প্রায় দশ বছর আমি রাবোয়া যাই নি।

সাধারণত কোনও জাপানীর কাছে তার ধর্ম পরিচয় জানতে চাইলে সে কিছুটা সংশয়ে পড়ে যায়, উত্তর দিতে পারে না। অনেকে ভেবে চিন্তে উত্তর দেয় আর নিজেকে অনেক সময় শান্তইজম এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী বলে মনে করে।

জাপান নিয়ে গবেষণকারীরাও একথা বিশ্বাস করে যে, সিংহভাগ জাপানীর জন্ম শান্ত ধর্মে জন্মগ্রহণ করে, খৃষ্টানদের গীর্জায় গিয়ে বিয়ে করতে চায় আর মৃতের অন্তেষ্টক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৌদ্ধধমের প্রথা অনুসরণ করে।

কিন্তু জাপানী জাতির ধমীয় ইতিহাস অধ্যায়ন করলে একথা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তারা অনবরত এক উৎকৃষ্ট ধর্মের সন্ধানে রয়েছে।

শান্তইযম জাপানের প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী ধর্ম। শান্তইযমের উপাসনাগারকে জিনজা বলা হয়। এরা প্রকৃতির দৃশ্যকে বিশেষ গুরুত্ব দেয় আর প্রতিটি বস্তুর পৃথক পৃথক খোদা কল্পনা করে থাকে।এইরূপে তাদের খোদার সংখ্যা সহস্রাধিক। নতুন বছরের প্রথম দিন অধিকাংশ জাপানী মন্দিরে যায় আর দোয়ার মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা করে।

ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম জাপানে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্ত ইজমের পরিবর্তে বৌদ্ধধর্ম বেশি প্রভাবশালী ধর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের উপাসনাগারে হযরত বৌদ্ধ-এর মূর্তি স্থাপিত থাকে আর তারা বৌদ্ধের উপাসনা করে। চীন থেকে কনফিউশাস ধর্মের শিক্ষাও জাপানে প্রবেশ করেছে আর জাপানীদের ধমীয় জীবনেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাপানে খৃষ্টান মিশনারীরা প্রবেশ করার চেষ্টা করে কিন্তু জাপানীরা এই নতুন ধর্মকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানায় আর সেই মিশনারীদেরকে কঠোর নির্যাতন করে। এরপর দীর্ঘকাল যাবত জাপানে জাপানে ধর্মীয় তৎপরতায় নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত থাকে । কিন্তু ১৮৮৯ সালে মেইজি সম্রাটের যুগে জাপানে পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়।

বর্তমানে সমগ্র জাপানে শান্তোইযমের ৯০ হাজার মঠ এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ মন্দির এবং প্রায় দশ হাজার গীর্জা রয়েছে, যা থেকে স্পষ্ট রূপে প্রতিভাত হয় যে জাপানীরা অনবরতভাবে কোনও এক উৎকৃষ্ট ধর্মের সন্ধানে রয়েছে।

প্রিয় হুযুরের নিকট দোয়ার আবেদন করছি যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে তৌফিক দেন ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর ও পবিত্র শিক্ষাকে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে জাপানী জাতির সম্মুখে উপস্থাপন করতে পারি।

জাপানে দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকার সাংবাদিক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

জাপানের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় পত্রিকা আসাহি সিমবুন পত্রিকার সাংবাদিক সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার পাঠক সংখ্যা দুই কোটির অধিক।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনার খলীফা পদে আসীন হওয়া দশ বছর হয়েছে। নিশ্চয় খুব ব্যস্ত জীবন যাপন আপনার?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: স্বাভাবিকভাবে খুব ব্যস্ত জীবন। পৃথিবীর দুশর বেশি দেশে জামাত প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। হাজার হাজার চিঠি প্রতিদিন আসে। এই সব জামাতের অনুষ্ঠানাদি রয়েছে, পরিকল্পনা গ্রহণ এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য রাখা এবং পরিচালনা করতে ব্যস্ত থাকতে হয়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি বছরে লন্ডনে কতদিন থাকেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এটা সফরের উপর নির্ভর করে। কোনও বছর যদি বেশি সফর থাকে তবে লন্ডনে থাকা কমে যায়। নচেত বছরে নয়-দশ মাস লন্ডনে কাটে। এবছর একটি সফরেই পৌনে দুই মাস কেটে গেল।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি যখন সফরে যান, তখন মিডিয়া দল কি আপনার সঙ্গে যায়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এম.টি.এর দল সঙ্গে যায়। এটি আমাদের ২৪ ঘন্টার চ্যানেল। প্রতি জুমআয় খুতবা শোনা জামাতের মানুষের অভ্যাস ও রীতি হয়ে উঠেছে। এছাড়াও আরও কিছু অনুষ্ঠান রয়েছে যেগুলি সম্প্রচার করতে হয়। যেখানে জামাতের আয়তন বড় আর এম.টি.এ-র সক্রিয় দল রয়েছে,সেই সব দেশে সফরকারীদের সংখ্যা কম থাকে। আর যেখানে থাকে না সেখানে বেশি সংখ্যক কর্মীরা সঙ্গী হয়।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ২০০ টির বেশি আপনাদের অনুগামী রয়েছে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোন এলাকায় বেশি প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের কারো সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমরা রাজনৈতিক দল নই। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নির্যাতন বা প্রতিকুলতার কথা বলতে গেলে পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যেখানে যথারীতি আইন তৈরী করে আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য মুসলিম বহুল দেশগুলিতে আরা স্বাধীনভাবে তবলীগ করতে পারি না এবং নিজেদের ধর্মবিশ্বাসকে প্রকাশ করতে পারি না। আর আহমদীরা প্রতিটি দেশে সেদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির তুলনায় উন্নত অবস্থায় রয়েছে।

জাপানের জামাত সম্পর্কে খলীফা হিসেবে আপনার অভিমত কি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যেভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জামাতগুলি রয়েছে, অনুরূপভাবে জাপানের জামাতও নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততায় এগিয়ে রয়েছে। এই জামাত ত্যাগস্বীকারকারী জামাত। এরা নিজেদের সেন্টার ক্রয় করেছে। খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রয়েছে, যেরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জামাতের মধ্যে রয়েছে।

রাবোয়া সম্পর্কে সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, রাবোয়া থেকে লোকেরা যখন বাইরের দেশে চলে যায় তারা কি পুনরায় সেখানে যেতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: রাবোয়া হোক বা পাকিস্তানের অন্য কোনও শহর- সর্বত্র নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। রাবোয়াতেও নির্যাতন ও প্রতিকুলতার সম্মুখীন হতে হয়। সেখানকার ৯৫ শতাংশ মানুষ আহমদী, কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষমতা সরকারের আর তারা জামাতের বিরুদ্ধে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেকে আছেন যারা কঠিন পরিস্থিতির কারণে কষ্ট সহ্য করতে পারে না, তারা রাবোয়া বা দেশ ছেড়ে অন্য কোনও শহরে চলে যায় আর অন্যান্য দেশে গিয়ে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নেয়। আর তারা যখন সেই সব দেশের নাগরিকত্ব লাভ করে ফেলে তখন সুযোগ বুঝে কয়েক দিনের জন্য সেখানে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে থাকে না। কেননা সেখানকারা কঠোর বিরোধীতাপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে তাদেরকে টার্গেট করা হয়। তাই কিছু দিন থেকেই তারা ফিরে আসে। কিন্তু যারা কষ্ট ও নির্যাতন সহ্য করতে পারে তারা সেখানে থাকে, বাইরে যায় না। সেখানেই কষ্ট সহ্য করে জীবন কাটিয়ে দেয়।

রাবোয়ার জনসংখ্যার বিষয়ে জানতে চাইলে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রায় পঞ্চাশ হাজার।

সাংবাদিক বলেন, রাবোয়া শহরটি যখন স্থাপিত হয়, তখন সেটি ছিল একটি অনুর্বর ও জনমানবহীন ভূমি। এ সম্পর্কে কিছু বলুন।

হুযু আনোয়ার বলেন: ধু-ধু প্রান্তর ও পরিত্যক্ত এলাকা ছিল। সরকার সেটি পরিত্যক্ত হিসেবে ফেলে রেখেছিল। পানীয় জল সহজলভ্য ছিল না। জামাত সেন্টার তৈরীর জন্য জায়গার সন্ধানে ছিল। এই জায়গাটি দেখে পছন্দ হয়। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সেই জমিটি ঘুরে দেখছিলেন, এমন সময় আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে

শেষাংশ শেষের পাতায়

লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)–এর নির্দেশের আলোকে পর্দার গুরুত্ব

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) ১৩ জানুয়ারী ২০১৭ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় বলেন:

“প্রথম কথা যা আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত তা হল এই যে, যদি আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে চাই তবে এর শিক্ষামালাকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা ঘোষণা দিয়ে থাকি যে, আমরা মুসলমান এবং এই ধর্মের উপর আমরা প্রতিষ্ঠিত তবে এই আদেশমালা মেনে চলতে হবে। আল্লাহ্ তা’লা এবং তাঁর রসুল (সা.)-এর নির্দেশ মেনে চলতে হবে।

সুতরাং লজ্জাশীল পোশাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আবশ্যক। প্রত্যেক আহমদী কন্যা-সন্তান যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে মান্য করে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। একজন আহমদী সন্তান, একজন আহমদী যুবক এবং একজন আহমদী মহিলা যারা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মান্য করেছে তারা ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। এই প্রাধান্য দেওয়া তখনই প্রমাণিত হবে যখন ধর্মের শিক্ষার প্রতিফলন ঘটবে আমাদের কর্মে। এটিও আমাদের সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাদের জন্য প্রত্যেকটি বিষয় স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি (আ.) পর্দাহীনতা এবং লজ্জাহীনতা সম্পর্কে একস্থানে বলেন-

“ ইউরোপের ন্যায় পর্দাহীনতার উপরও মানুষ জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি সম্পূর্ণ অনুচিত কর্ম। মহিলাদের এই স্বাধীনতাই সমস্ত প্রকারের বিশৃঙ্খলা ও অবাধ্যতাপূর্ণ আচরণের মূল। যে সমস্ত দেশ এই ধরণের স্বাধীনতাকে প্রচলন দিয়েছে তাদের নৈতিক অবস্থা সম্পর্কে একটু অনুমান করুন। যদি মহিলাদের স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার ফলে তাদের সতীত্ব ও পবিত্রতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে আমরা স্বীকার করব, আমরা ভুল পথে আছি। কিন্তু নারী ও পুরুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে আর সেই সময় তারা লাগামহীন হয়ে পর্দাহীনতা অবলম্বন করে তখন তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক কোন বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছাবে তা বলাই বাহুল্য। ”

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৩৪-১৩৫)

বর্তমান যুগে আমরা সমাজের মধ্যে যে সমস্ত কদাচার দেখতে পাই তা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি বাক্যকে অক্ষরে অক্ষরে সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করছে। অতএব প্রতেক আহমদী নারী ও পুরুষের উচিত নিজেদের সম্ভ্রমশীলতার উচ্চ মান বজায় রেখে সমাজের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা। ‘পর্দা কেন আবশ্যক’- এমন প্রশ্নের অবতারণা করা বা পর্দার বিষয়ে হীনমন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয়।”

আমরা দোয়া করি যেন আল্লাহ্ তা’লা আমাদেরকে পর্দার গুরুত্ব অনুধাবন করার তৌফিক দান করেন। আমীন

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযিয়া, কাদিয়ান)

এবং বলেন আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই। আপনি কি একথা বলেন যে, আপনার উপর আল্লাহ্‌র ফিরিস্তা অবতীর্ণ হয় এবং আপনি তারা আপনার সঙ্গে কথা বলেন? হযরত রসুলে করীম (সা.) চিন্তা করেন যে, ইনি আমার বন্ধু, আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। তিনি যেন হোঁচট না খান। তাই তিনি (সা.) হযরত আবু বাকার (রা.) বোঝানো উচিত বলে মনে করলেন। তিনি (সা.) বললেন-

আবু বাকার প্রথমে আমার কথা তো শোন, আসল ব্যাপার হল.....

হযরত আবু বাকার (রা.) তৎক্ষণাৎ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করব না। আপনি শুধু এতটুকু বলুন যে, আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর ফিরিসতা নাযিল হয় এবং তারা আপনার সাথে কথা বলে?

হযরত মহম্মদ (সা.) পুনরায় বললেন, আবু বাকার আমার কথা তো শোন।

তিনি (সা.) মনে করলেন যে, যদি হঠাৎ বলে দিই তবে হয়তো তিনি হোঁচট খাবেন। তাই ভূমিকা স্বরূপ কিছু বলে নিই। কিন্তু হযরত আবু বাকার বললেন আমি আপনাকে খোদার শপথ দিয়ে বলছি আপনি আমাকে এসব কথা বলবেন না কেবল এতটুকু বলুন যে আপনি কি বলেছেন যে, আপনার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয়?

যখন তিনি (রা.) হযরত মহম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্ শপথ দিলেন এবং নিজের কথার উপর অটল থাকলেন তখন বাধ্য হয়ে বললেন-

“ আবু বাকার, হ্যাঁ আমি বলেছি যে, আমার উপর খোদার ফিরিসতা নাযিল হয় এবং আমার সঙ্গে কথা বলে”

একথা শোনামাত্রই হযরত আবু বাকার (রা.) বললেন-

তবে আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি আপনার উপর ঈমান আনলাম।

প্রথম যুগে বয়াত গ্রহণের পদ্ধতি ছিল এই যে, পুরুষরা হুযুর (সা.)-এর হাতে হাত রেখে অঙ্গীকার করতেন যে, “ খোদার উপর বিশ্বাস আনব, কোন প্রকারের শির্ক করব না, যাবতীয় প্রকারের মন্দ কর্ম যেমন, চুরি, ব্যাভিচার, হত্যা, মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকব। কারোর উপর অপবাদ দিব না।”

(বুখারী, কিতাবুল আহকাম)

মহানবী (সা.)-এর বাড়িতে দশ-এগারো বছরের নিরিহ বালক আলি (রা.) যখন জানতে পারল যে, বড় ভাইয়ের উপর ফিরিস্তা নাযিল হয়েছে যে সঙ্গে করে ঐশী শিক্ষা নিয়ে এসেছে তখন সে পবিত্র মনে তা স্বীকার করে নেয়। এই ভাবে তিনি প্রথম মুসলমান বালক হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। এই বালকের আরও একটি বিশেষ সম্মান আছে। প্রথম প্রথম যখন নামায শেখানো হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে সঙ্গে নিয়ে নামায পড়তেন। কখনো কখনো লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন পাহাড়ী উপত্যকায় নামায পড়তেন। একবার তাঁরা দু’জন সকলের থেকে পৃথক হয়ে গোপনে নামায পড়ছিলেন এমতাবস্থায় কেউ আবু তালেবকে এবিষয়ে সংবাদ দেয়। আবু তালেব এসে তাদেরকে এভাবে ইবাদত করতে দেখে যারপরনায় বিস্মিত হন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার ভাইপো! এটি তুমি কোন ধর্ম অবলম্বন করেছ? তিনি (সা.) বললেন-

হে আমার চাচা! এই ধর্ম হল খোদা ও তাঁর ফিরিস্তা এবং রসুলগণের এবং আমাদের পিতা ইব্রাহিমের। খোদা তা’লা আমাকে এই ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন। হে আমার চাচা! আমি আপনাকে সত্য পথের দিকে আহ্বান করছি। আপনি এই ধর্ম গ্রহণ করুন এবং আমাদের সঙ্গ দিন। আবু তালেব বলল-

“ হে আমার ভাতিজা! আমি আমার পূর্বপুরুষদের পথ ত্যাগ করতে পারি না, কিন্তু যতদিন আমি জীবিত থাকব শত্রুরা তোমাকে কষ্ট দিতে পারবে না।

এরপর আবু তালেব তার ছেলে আলি (রা.) জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি এ কি ধর্ম অবলম্বন করেছ? ছোট্ট আলি (রা.) উত্তর দিল-

আব্বাজান! আমি খোদা ও তাঁর রসুলের উপর বিশ্বাস এনেছি এবং সেই কিতাবের উপর যা খোদার রসুলের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। এই নামাযও সেই ধর্মেরই অঙ্গ।

আবু তালেব বললেন- ‘মহম্মদ তোমাকে পুণ্যের দিকে আহ্বান করছে। তার সঙ্গ দিও।

হযরত উসমান (রা.) বিন উফফান হাতির ঘটনার পাঁচ বছর পর জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পড়ালেখা শিখেছিলেন। বড় হয়ে বানিজ্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে বানিজ্যে অনেক উন্নতি হয়েছিল। বানিজ্য দলের সঙ্গে তিনি হযরত আবু বাকার (রা.)-এর সঙ্গে থাকতেন। যখন রসুলুল্লাহ্ (সা.) নবুয়তের দাবী করলেন তখন তাঁর বয়স আনুমানিক ত্রিশ বছর ছিল। তাঁকে সর্বপ্রথম হযরত আবু বাকার (রা.) বলেন যে, হযরত মহম্মদ (সা.) কে এক-অদ্বিতীয় খোদা ইসলাম ধর্ম সহকারে রসুল করে পাঠিয়েছেন।

এছাড়াও তাঁর এক খালা সায়াদী বিনতে কুরেয বর্ণনা করেন যে, ‘মহম্মদ বিন আব্দুল্লাহ-এর কাছে জিবরাঈল অবতীর্ণ হন এবং এমন আলোকময় বাণী নিয়ে আসেন যেমন সূর্যোদয় হলে আলো ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মে কল্যাণ আছে। কখনো তাঁর বিরোধীতা করো না অন্যথা চরম লাঞ্ছনা জুটবে। ” তিনি (রা.) সৎ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি আলো সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি (রা.) স্বয়ং মহানবী (সা.) -এর নিকট উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত রসুলে করীম (সা.)-এর পর পর দুই কন্যার সাথে তার বিবাহ হয়। এই কারণেই তাঁকে দুই জ্যোতিঃ বিশিষ্ট বলা হয়।

হযরতব আবু বাকার (রা.) -এর তবলীগের ফলে হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ (রা.) প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত সায়াদ বিন আব ওয়াকাস (রা.) কেবল উনিশ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন। এই দুই জনই মহানবী (সা.)-এর মাতার গোত্র বানু যোহরা-র সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এরা দুজনেই পুণ্যবান ছিলেন। (ক্রমশ.)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 12 May, 2022 Issue No. 19

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

ইলহামের মধ্যে জানিয়ে দেন যে সেখানে পানি আছে। সেখানে খনন করা হয় আর সুস্বাদু পানী বেরিয়ে আসে। এর আগে অনেক জায়গায় খনন করা হয়েছিল কিন্তু পানি পাওয়া যায় নি।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা ইলহামের মাধ্যমে যে জানিয়েছিলেন যে এখানে পানি আছে সেই ইলহামটি নিম্নরূপ ছিল=

'জাতে হুয়ে হুযুর কি তাকদীর নে জানাব/পাঁও কে নীচে সে মেরে পানি বাহা দিয়া।'

(আল ফযল-১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৯, পৃ: ৫)

সাংবাদিক হুযুরের কাছে জানতে চান যে, তিনিও কি মাঝে মধ্যে রাবোয়া যাতায়াত করেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: যখন থেকে আমি বর্তমান পদে রয়েছি, রাবোয়া যেতে পারব না। তবে যখন এই পদে ছিলাম না, তখন রাবোয়াতেই থাকতাম। সেখানে অত্যন্ত কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে বসবাস করতাম। সেখানে থাকতে আমাকে জেলেও যেতে হয়েছে। এখন এজন্য যেতে পারি না যে, সেখানে থাকলে আমি আমার পদের কারণে ন্যস্ত হওয়া দায়িত্ব পালন করতে পারব না। জুমআর খুতবা দিতে পারব না। ভাষণ দিতে পারব না। নিজের ধর্ম বিশ্বাস ও আকিদা অনুসারে চলতে পারব না। কাজ করতে পারব না আর জামাতের দিক-নির্দেশনা করতে পারব না। খলীফা মূর্তি হয়ে বসে থাকতে পারে না, তাই যেদিন থেকে এই পদে রয়েছি, প্রায় দশ বছর আমি রাবোয়া যাই নি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, রাবোয়া কি আহমদীদের জন্য পবিত্র স্থান?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মক্কার যে মর্যাদা তা পৃথিবীর অন্য কোনও স্থানের নেই। মক্কায় খানা কাবা অবস্থিত যা খোদা তা'লার আদি ঘর। কুরআন করীমে এর উল্লেখ রয়েছে আর এর হজ্জ করা হয়। এই কারণে মক্কা একটি পবিত্র স্থান। পৃথিবীর কোনও জায়গা অন্য কেউ নিতে পারবে না।

অনুরূপভাবে মদীনারও একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে যেখানে মসজদি নববী এবং আঁ হযরত-এর মাজার (সা.)অবস্থিত। এগুলি পবিত্র স্থান।

হুযুর আনোয়ার বলেন- কাদিয়ানের নিজের এক গুরুত্ব রয়েছে, এই কারণে যে সেখানে মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছিল। এরপর ১৯৪৭ সালের বিভাজনের পর হিজরত হয় আর সেখানে রাবোয়া কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই জামাতের কেন্দ্র হওয়ার কারণে তার নিজের এক গুরুত্ব রয়েছে। অতএব, পবিত্রতার প্রশ্নে মক্কার মর্যাদা প্রশ্নাতীত। সেই মর্যাদা রাবোয়া কখনও লাভ করে নি আর করবেও না। মক্কা এবং মদিনার মর্যাদা স্বতন্ত্র।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে জামাতের অধিকাংশ লোকই হয়তো কখনও রাবোয়া যায় নি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বর্তমানে খলীফাতুল মসীহ রাবোয়ায় উপস্থিত নন। তাই অধিকাংশ মানুষের রাবোয়া যাওয়ার প্রতি মনোযোগ নেই। বরং লন্ডন আসার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেশি, কেননা লন্ডনে খলীফাতুল মসীহ অবস্থান করেন। এছাড়া অন্যান্যরা কাদিয়ান যান, কারণ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কতিপয় পবিত্র স্থানসমূহ রয়েছে আর তার মাজারও রয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরের আহমদীদের রাবোয়া যাওয়ার আগ্রহ থাকতে পারে আর বিভিন্ন শহর থেকে অনেকেই রাবোয় যায়।

পৃথিবীতে কোটি কোটি আহমদী এমনও আছেন যারা কখনও রাবোয়া যায় নি। লন্ডনে থাকার কারণ হল এটি এমন এক শহর যা সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যেখান থেকে পৃথিবীর বহু এলাকায় যাতায়াত করা সম্ভব। আর এখান থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত দিকটি নিয়ন্ত্রন করা যায়। আর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সময়ের পার্থক্য এমন যে কোথাও যোগাযোগ করতে কোনও অসুবিধে হয় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন- যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাহলে জাপান, ইন্ডোনেশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়াও জামাতের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারে।

হুযুর আনোয়ার সাংবাদিককে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমি যদি জাপানে জামাতের কেন্দ্র গড়তে উদ্যোগী হই তবে কি জাপান সরকার আমাকে সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিবে যেগুলি আমি লন্ডনে পাই?

সাংবাদিক এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন: এটি আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা ধর্মের বিষয়ে এতটা সংবেদনশীল নই, বরং আমরা নিজেদের রাজনীতিতেই আবদ্ধ রয়েছি।

সাংবাদিক বলেন- হুযুর! জাপানের প্রথম মসজিদের বিষয়ে কিছু বলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কালকে এখানে একটি অনুষ্ঠান রয়েছে। সেখানে নিজের মতামত ব্যক্ত করব। মসজিদ হল এমন এক স্থান যেখানে খোদার ইবাদত করা হয়। আর খোদার সৃষ্টিজগতের কল্যাণের জন্য পরিকল্পনা করা হয়, এমন সব কাজের পরিকল্পনা গৃহীত হয় যেগুলি দ্বারা খোদার সৃষ্টির কল্যাণ সাধিত হয়। আর মানুষ দুঃখ কষ্ট পায়, মানুষের ক্ষতি হয় সেই সব কাজ থেকে নিবারণ করা এবং নির্মূল করা।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, যদি পাকিস্তানের সরকার জামাতকে গ্রহণ করে নেয় আর তাদের আচরণ পরিবর্তন হয়ে যায়,তাহলে কি আপনি পাকিস্তান ফিরে যাবেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: পরিস্থিতি যদি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হয়ে যায় তবে মরকয বা কেন্দ্র সেখানে স্থানান্তরিত হতে পারে। আর হতে পারে যুগ খলীফা পাকিস্তানে কিছু সময় থাকল আর বেশিরভাগ সময় বিশ্বের অন্যান্য দেশে যেখান থেকে সারা পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা বেশি সহজ হবে। যাইহোক পাকিস্তানে মরকয প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে।

সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন- আমার দুই সন্তান। দুজনেই বিবাহিত। মেয়ের দুই সন্তান, এক ছেলে আর এক মেয়ে। আর ছেলের এক ছেলে রয়েছে। এরাও সকলে লন্ডনে রয়েছে আর আল্লাহ্‌র কৃপায় তারা জামাতের সেবায় নিয়োজিত। আমার স্ত্রীও এই সফরে সঙ্গে রয়েছেন।

হুযুর আনোয়ার সাংবাদিকের কাছে জানতে চান যে, রাবোয়ার বিষয়ে আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন, এর কারণ কি?

সাংবাদিক বলেন-যারা নিজেদের দেশ ছেড়ে দূরে চলে যায় তাদের জন্য সেখানে যাওয়া অত্যন্ত কষ্টের। তাদের নিয়ে আমি বিশেষ ভাবে সমব্যথী।

হুযুর আনোয়ার বলেন- রাবোয়া তথা পাকিস্থানে গঠনে আহমদীদের রক্ত সিঞ্চিত হয়েছে।

إِحْفَظْ لِسَانَكَ

(তোমরা নিজেদের জিহ্বাকে সংযত (রক্ষা কর) রাখ)
মিথ্যারোপ, মিথ্যা, পরচর্চা, পর-নিন্দা, ঝগড়া, কলহের বিষয় থেকে এবং অশ্লীল কথাবার্তা থেকে বিরত থাক।

-হাদীস

১২৭ তম বাৎসরিক জলসা কাদিয়ান

সৈয়্যেদনা হযরত আমীরুল মু'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আইঃ) ২০২২ সালের জলসা সালানা কাদিয়ানের জন্য অনুমতি প্রদান করেছেন। জলসার দিনগুলি হল ২৩, ২৪ ও ২৫ শে ডিসেম্বর ২০২২ (শুক্র, শনি ও রবিবার)। জামাতের সদস্যগণ এখন থেকেই দোয়ার সাথে এই মোবারক জলসায় অংশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি আরম্ভ করে দিন। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের সকলকে এই ঐশী জলসা থেকে কল্যাণ মণ্ডিত হওয়ার তৌফিক দান করুন। এই জলসা সালানার সার্বিক সফলতার ও বরকত মণ্ডিত হওয়ার জন্য এবং হেদায়েতের কারণ হওয়ার জন্য দোয়ায় রত থাকুন। জাযাকুমুল্লাহ্ ওয়া আহ্‌সানুল জাযা।

(নাজির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাজিয়া, কাদিয়ান)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir